ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যা মামলার শুনানি শুরু

সারে-জমিন

একসঙ্গে তিনটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন মা

রূপসী বাংলা

কাসেমের ‘ডান হাত’ হত্যার কি প্রতিশোধ নেবে ইরান?

সম্পাদকীয়

ইকবাল স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন মহিউদ্দিন সরকার

সাধারণ

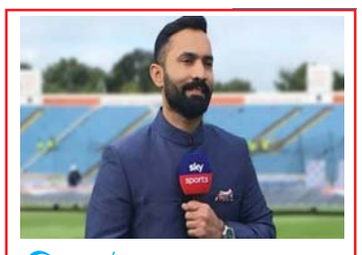

ক্রিকেট থেকে অবসর না নিয়েই কোচ হয়ে গেলেন কার্তিক

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১২ জানুয়ারি, ২০২৪
২৬ পৌষ ১৪৩০
২৯ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 12 ■ Daily APONZONE ■ 12 January 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

‘ইন্ডিয়া’ জোটের আসন রফার বৈঠকে থাকবে না তৃণমূল

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে আসন রফা নিয়ে কংগ্রেসের আহ্বানে ‘ইন্ডিয়া’ জোট কমিটির সঙ্গে কোনও বৈঠকে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাবে না তৃণমূল কংগ্রেস। কংগ্রেস প্যানেল বিভিন্ন রাজ্যের ‘ইন্ডিয়া’-ভুক্ত দলগুলির সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা করছে। তৃণমূল সূত্রের খবর, কংগ্রেস এই ধরনের বৈঠকের জন্য দলীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং জানানো হয়েছে যে তারা আলোচনার জন্য কোনও প্রতিনিধি পাঠাতে আগ্রহী নয়। তারা বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসকে দুটি আসনের প্রস্তাব দিয়েছে- যা তারা ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জিতেছিল। পশ্চিমবঙ্গে ৪২ টি সংসদীয় আসন রয়েছে। কংগ্রেস বলেছে, প্রস্তাবটি খুব কম এবং গ্রহণ করা কঠিন। তবে তৃণমূলের প্রস্তাবের যে কোনও পরিবর্তন কেবল মাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই করতে পারেন বলে জানানো হয়েছে। মেঘালয়ের একটি এবং আসামের অন্তত দুটি আসনে লড়তে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গোয়ার একটি আসন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই করার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তারা এর জন্য চাপ দেবে না এবং উপকূলীয় রাজ্যে কংগ্রেসকে সমর্থন করবে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রসঙ্গে দলের এক প্রবীণ নেতা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোট ভাগের উপর ভিত্তি করে তৃণমূল প্রস্তাব দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি আসনের মধ্যে অন্তত ৩৯টিতে অতীতে কংগ্রেসের ভোট ভাগ ছিল পাঁচ শতাংশেরও কম। রাজ্যে কংগ্রেস ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২.৯৩ শতাংশ, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১২.২৫ শতাংশ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৫.৬৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। তিনি বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বের উচিত বাংলার বাস্তবতা স্বীকার করা। কারণ তারা দুর্বল। ওই নেতা বলেন, আমরা বাংলায় লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত, আমরা ইন্ডিয়া জোটের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বিজেপিকে পরাজিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের অবস্থান পরিষ্কারভাবে তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে, তাই দিল্লিতে গিয়ে ফের আলোচনা করার দরকার নেই। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে ২২টি, কংগ্রেস দুটি এবং বিজেপি ১৮টি আসন পেয়েছিল।

সমীক্ষা সংস্থা ‘সিএমআইই’-র রিপোর্ট

দেশে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি গ্রামীণ এলাকার যুবদের মধ্যে

আপনজন ডেস্ক: সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি (সিএমআইই) থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য ইঙ্গিত দিয়েছে যে যুব বেকারত্ব (২০-৩৪ বছর বয়সি) বাড়ছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সিদের মধ্যে বেকারত্ব বেড়েছে ৪৪.৪৯ শতাংশ, যা ২০২৩ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের আগের ত্রৈমাসিকে ছিল ৪৩.৬৫ শতাংশ। অন্যদিকে, জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে ১৩.৩৫ শতাংশের তুলনায় ২৫-২৯ বছর বয়সিদের ক্ষেত্রে এটি দাঁড়িয়েছে ১৪.৩৩ শতাংশে। ২৫-২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৪.৩৩ শতাংশ বেশি।

একই প্রবণতায়, ৩০-৩৪ বছর বয়সিদের জন্য বেকারত্বের হার ১০-চতুর্থাংশের সর্বোচ্চ ২.৪৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা আগের ত্রৈমাসিকে ছিল ২.০৬ শতাংশ। সিএমআইই-এর মতে, বেকারত্ব বৃদ্ধির জন্য মূলত শহুরে বেকারত্বের তুলনায় গ্রামীণ বেকারত্বকে দায়ী করা হয়। গ্রামীণ বেকারদের মধ্যে ২০-২৪ বছর বয়সিদের (৪৩.৭৯%), ২৫-২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে ১৩.০৬% এবং ৩০-৩৪ বছর বয়সিদের মধ্যে ২.২৪% বেড়েছে।

বিপরীতে, শহুরে বেকারত্বের হার উন্নতির লক্ষণ দেখিয়েছে, বিশেষত ২০-২৪ এবং ৩০-৩৪ বছর বয়সিদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রান্তিকের তুলনায় ২০২৪ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে। ২০-২৪ বছর বয়সিদের ক্ষেত্রে এটি ৪৭.৬১% থেকে ৪৫.৯৮% এ নেমে এসেছে এবং ৩০-৩৪ বছর বয়সিদের জন্য একই সংখ্যা ৩.২৯% থেকে কমে ৩.০৪% হয়েছে। তবে ২৫-২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে একই হার ১৫.৬১ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৬.৫৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (এমজিএনআরইজিএ)- এর তথ্যও সিএমআইই-র গ্রামীণ বেকারত্ব সম্পর্কিত ফলাফলকে সমর্থন করে। এমজিএনআরইজিএ গ্রামীণ ভারতে কর্মসংস্থানের বৃহত্তম সরবরাহকারী। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-২৪ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে পরিবারগুলির দাবি করা কাজের পরিমাণ বছরে ১.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে; তবে এটি দ্বিতীয় প্রান্তিকে রেকর্ড করা ১৫.১% বৃদ্ধির চেয়ে কম ছিল। বিজনেস দৈনিক ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের মতে, কিছু অর্থনীতিবিদ সিএমআইই ডেটার তথ্য পরিসংখ্যান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মাসিক পরিসংখ্যানে উদ্বেগের কথাই উল্লেখ করেছেন। তাদের দাবি, সিএমআইই ডেটা এখনও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ, এটি দেশের বেকারত্ব পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক স্ন্যাপশট সরবরাহকারী একমাত্র উৎস হিসাবে রয়ে গেছে”।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদার প্রধান অর্থনীতিবিদ মদন সাবনাভিস সংবাদমাধ্যমকে বলেন, সিএমআইই-র দেওয়া বেকারত্বের পরিসংখ্যানের হার প্রতি মাসে পরিবর্তিত হয়। কারণ এই ধারণাটি নির্দিষ্ট স্থায়ী নয়। বিষয়টি হল কর্মসংস্থানের একটি বড় অংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে রয়েছে যেখানে কোনও স্থায়ী কর্মসংস্থান নাও থাকতে পারে।

‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ করার পক্ষে নন মমতা, চিঠি দিলেন প্যানেলকে

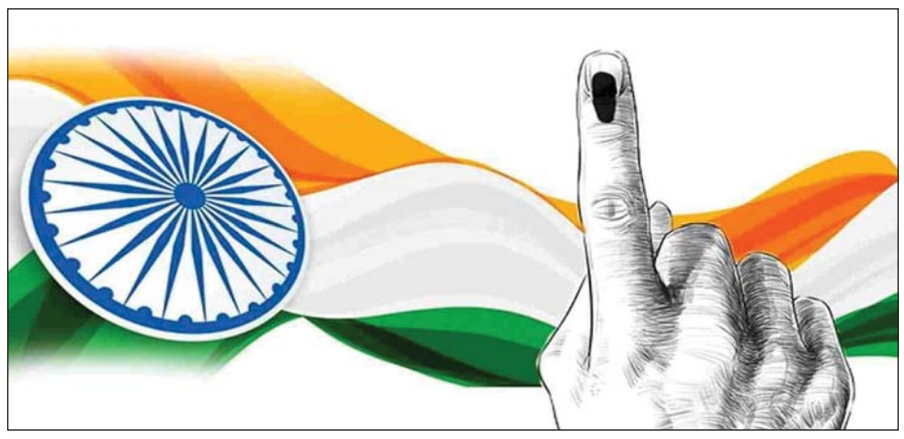

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটিকে চিঠি লিখে লোকসভা ও বিধানসভাগুলির একযোগে নির্বাচনের ধারণার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করে বলেছেন যে এটি ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী হবে। প্যানেল সচিবকে লেখা চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে একযোগে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি বলেন, কয়েক বছর ধরে এমন অস্থিরতা ছিল। কিন্তু এর পর থেকে কোভালিটি ভেঙে গেছে।

তিনি আরও বলেন, ‘আমি দুঃখিত যে, আমি ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। আমরা আপনার প্রস্তাব ও প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নই।

তিনি বলেন, কমিটির সাথে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে মৌলিক ধারণাগত অসুবিধা রয়েছে এবং ধারণাটি স্পষ্ট নয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে ‘এক জাতি’ শব্দটির অর্থ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমি ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অর্থে এক জাতির অর্থ বুঝতে পারি, তবে তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে শব্দটির সঠিক সাংবিধানিক এবং কাঠামোগত প্রভাব আমি বুঝতে পারি না। ভারতীয় সংবিধান কি ‘এক দেশ, এক সরকার’ ধারণা অনুসরণ করে? তবে, আমি ভয় পাই না।

তিনি বলেন, ধারণাটি কোথা থেকে এসেছে তার “মৌলিক রহস্য” সমাধান না করা পর্যন্ত, আকর্ষণীয় বাক্যাংশটি সম্পর্কে কোনও দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছানো কঠিন।

মমতা বলেন, যে সব রাজ্য বিধানসভায় সাধারণ নির্বাচন আশা করছে না, তাদের কেবল মাত্র সমতা প্রবর্তনের স্বার্থে অকাল সাধারণ নির্বাচনে যেতে বাধ্য করা উচিত নয়। এটি জনগণের নির্বাচনী আস্থার মৌলিক লঙ্ঘন হবে যারা পুরো পাঁচ বছরের জন্য তাদের বিধানসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বিভিন্ন কারণে তাদের মেয়াদ শেষ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ জোট ভেঙে অনাস্থা ভোটে পরিণত হয়েছে। তিনি যুক্তি দেন, গত ৫০ বছরে লোকসভায় বেশ কয়েকটি অকাল বিলুপ্তি ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন নির্বাচনই একমাত্র বিকল্প।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একযোগে ফেডারেল এবং রাজ্য নির্বাচন ওয়েস্টমিনস্টার সিস্টেমের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা পরিবর্তন করা উচিত নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অসামঞ্জস্যতা ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামোর অংশ।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন উচ্চ পর্যায়ের কমিটি এই বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মতামত চেয়ে চিঠি লিখেছিল। গত বছরের সেপ্টেম্বরে কমিটি গঠনের পর থেকে দুটি সভা করেছে। তারা এই ইস্যুতে জনসাধারণের মতামত চেয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে একযোগে নির্বাচনের ধারণার বিষয়ে “পারস্পরিক সম্মত তারিখ” সম্পর্কে তাদের মতামত এবং আলোচনার জন্য চিঠিও দিয়েছে। এবার মমতাও চিঠি দিলেন।

‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’

রাহুলদের দু’ স্থানে রাতে থাকায় নিষেধাজ্ঞা অসম সরকারের: কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার কংগ্রেস জানিয়েছে, অসম সরকার আসন্ন ‘ভারত জোড় ন্যায় যাত্রা’র সময় দুটি জেলায় তাদের নেতাদের জন্য জনসমক্ষে রাত্রিযাপনের অনুমতি দেয়নি। এক সংবাদ সম্মেলনে অসমের বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া বলেন, দল এখন কনটেইনার রাখার জন্য বেসরকারি কৃষিজমির বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজছে, যেখানে রাহুল গান্ধি সহ সিনিয়র জাতীয় নেতারা এক রাতের জন্য থামবেন। তিনি জানান, আমরা ধেমাজি জেলার গোগামুখে আমাদের কন্টেইনার গাড়ি পার্ক করে শুধু রাতের থাকার জন্য একটি স্কুল মাঠ চেয়েছিলাম। প্রাথমিকভাবে অনুমতি দেওয়া হলেও শেষ মুহূর্তে তা প্রত্যাহার করা হয়। তিনি আরও জানান, একইভাবে জোরহাট জেলার একটি কলেজ আমাদের খেলার মাঠে এক রাতের জন্য অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে। শইকিয়া অভিযোগ করেন, বিজেপি আমাদের মিছিল করার গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, যা কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিও নয়।

তিনি বলেন, আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন হওয়ায় অন্যান্য জেলার অবস্থান সম্পর্কে আমরা অবগত নই এবং আমরা এখনও শুনিনি। আমরা এখন ব্যক্তি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির কাছ থেকে তাদের মাঠগুলি রাতের বিরতির জন্য ব্যবহার করার জন্য সমর্থন চাইছি। বিস্তারিত কিছু না জানিয়ে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বলেন, জোরহাট ও ধেমাজি জেলায় রাতারাতি নেতা-কর্মীদের থামানোর জন্য প্রয়োজনীয় মাঠ চূড়ান্ত করা হয়েছে। সাংসদ রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে এই যাত্রা ১৪ জানুয়ারি ইম্ফল থেকে শুরু হয়ে ২০ মার্চ মুম্বাইয়ে শেষ হবে। ১৮ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আসাম পর্বের পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে।

শইকিয়া অভিযোগ করেন, যে দল ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেনি, তারাই এখন দেশ শাসন করছে। তারা চায় না আমরা জনগণের অধিকার তুলে ধরি। ফ্যাসিবাদী ও অগণতান্ত্রিক বিজেপি স্বাধীনতাকে বিপন্ন করছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, দেশের জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এই পদযাত্রা করা হবে। এই পদযাত্রার ফলে অসমে নির্বাচনে কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে লাভবান হবে কিনা জানতে চাওয়া হলে সাইকিয়া বলেন, এটি রাজ্যের জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে।

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

স্টল নং ৪৬৬

(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪

(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

www.aponzonepatrika.com

আপনজন পাবলিকেশন

৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ • ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো • এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ.)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু’জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

একসঙ্গে তিনটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন মা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: একটি নয়।দুটিও নয়।এক্কেবারে তিন-তিনটি পুত্রসন্তানের (Triplets) জন্ম দিলেন মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভক্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা আসবি খাতুন। যমজ সন্তানের জন্ম অনেকেই দেখেছেন,কিন্তু একসঙ্গে তিনটি সন্তান তাও আবার কোনোরূপ সিজার অপারেশন ছাড়াই! এ যেন মিরাকল। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ হেন ঘটনা খানিক বিরল বলেই পরিচিত। জানা গিয়েছে,সোমবার রাতে মালদহের চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে তিন সন্তানের জন্ম দেন ওই মহিলা।হাসপাতাল সূত্রে খবর,৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে ভর্তি হন আসবি।এরপর রাত দশটা নাগাদ সিজার অপারেশন ছাড়াই ওই মহিলা তিন পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সুপার ইনচার্জ মহম্মদ সামিম জানিয়েছেন, মাত্র ৩৩ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন ওই মহিলা।ফলে প্রসব হওয়াতে ঝুঁকি ছিল।দুই সন্তান ও মা সুস্থ থাকলেও এক সন্তানকে এসএনসিইউতে রাখা হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই ঘটনা অস্বাভাবিক না হলেও খানিক বিরল তো বটেই।আসবি খাতুনের স্বামী,ওয়াহেদ আলি বলেন, আমার আট বছর ও তিন বছরের দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। আমি একজন গরীব শ্রমিক। আবার তিন পুত্র সন্তানের জন্ম হল।এই সামান্য ইনকামে পালন করা সত্যিই খুব কঠিন হবে।তবে আমি খুশি।চেষ্টা করব যতটা যত্নে ওদের বড় করা যায়।”

স্কুল নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী, কাজ বন্ধ করে দিলেন বাসিন্দারা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের অভিযোগ। মালদার মানিকচক ব্লকের দক্ষিণ চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রোজ লালটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন ভবনের নির্মাণ হচ্ছে। এস এস এম ফান্ড থেকে প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি ভবন নির্মিত হবে। ভবন নির্মাণের জন্য যে পিলারগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। হাত দিলেই ভেঙে চলে আসছে পিলার। এতে রীতিমত ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। এই মর্মে মানিকচক বিডিও কে লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলেছেন। আপাতত স্থানীয়রা কাজটি বন্ধ রেখেছেন। স্থানীয়দের দাবি সিডিউল মেনে সঠিকভাবে কাজ হলে করতে দেওয়া হবে।
এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা জীবন মণ্ডলের অভিযোগ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ব্রজলালটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে হাত দিয়ে পিলার ভেঙে যাচ্ছে। এমনকি লোহার রোড ও সিমেন্ট নিম্নমানের ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা প্রশাসনকে বলবো তদন্ত করে বিষয়টা দেখুক।
এই বিষয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অচিন্ত মন্ডলের বক্তব্য অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। হাত দিয়ে ভেঙে আসছে পিলার। আমরা স্থানীয়রা কাজ বন্ধ রেখেছি। বিডিওকে লিখিত আকারে জানাবো।
ব্রজলালটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অরুন মন্ডল এর বক্তব্য স্থানীয়দের মুখে শুনলাম কাজ নিম্নমানের হচ্ছে। আমি বিষয়টা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো। আমি চাই কাজটা সিডিউল মেনে হোক।

কৃষকদের সাথে জৈব সার নিয়ে আলোচনা

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: বীরভূম জেলার রামপুরহাট ১ নং ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রামে একটি অনুষ্ঠান ভবনে অনুষ্ঠিত হল জৈব সার নিয়ে আলোচনা। এই অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন মল্লারপুর নৈঈসুভার কর্ণধর সাধন সিংহ, ইফকো জৈব সারের প্রতিনিধিরা, এলাকার কৃষকদের নিয়ে একটি আলোচনা করেন। আলোচনায় তাদেরকে বোঝানো হয় ন্যানো ইউরিয়া ইফকো ন্যানো ইউরিয়া একটি ন্যানো প্রযুক্তিকারণ ভিত্তিক বিপ্লবী কৃষি-ইনপুট যা উদ্ভিদের নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। পরিবর্তন মোকাবেলায় টেকসই বিকল্প। এগুলি সার হিসাবে উদ্ভিদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে কারণ ন্যানো ইউরিয়া উদ্ভিদের জন্য জৈব হিসাবে পাওয়া যায় কারণ এর পছন্দসই কণার আকার প্রায় ২০-৫০ এনএম এবং অধিক পৃষ্ঠভূমি (১ মিমি ইউরিয়া প্রিলের ১০,০০০ গুণ) এবং কণার সংখ্যা (৫৫,০০০ নাইট্রোজেন কণা ১ মিমি ইউরিয়া প্রিল)। অতএব, ন্যানো ইউরিয়া ৪০% এর বেশি ফসলের জন্য তার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে যার ফলে পুষ্টির ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, ন্যানো ইউরিয়া লিচিং এবং বায়বীয় নির্গমন হ্রাস করে। কৃষি খাতে পুষ্টির ক্ষতি কমাতে সহায়তা করে।

বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সর্বতোভাবে এগিয়ে আসুন: ইমরান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনস্থ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের কর্মধারাকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান এর নেতৃত্বে উঃ ২৪ পরগনা জেলায় সংবেদনশীলতা ক্যাম্প ও প্রশাসনিক সভা বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় বারাসতে। জেলা পরিষদের নীল দর্পণ সভাকক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন কাজের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং নতুন নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়নে সহযোগিতা কামনা করেন। বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সর্বতোভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী বলেন কাজের ধারা অব্যাহত রাখতে আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের মেলবন্ধন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বদের নিয়ে এই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। পঃবঃ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সদস্য তথা উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়ন দেশের মধ্যে সেরা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছয়টি কমিউনিটির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আজকের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ভবিষ্যতে সুদুর প্রসারী হবে বলে জানান। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক দিব্যা লোগানাথন, উচ্চ পদস্থ আধিকারিক শাকিল আহমেদ, ডোমা পূর্ণিমা দে, বিভিন্ন ধর্মীয় সমাজের প্রতিনিধি মাইকেল শেন কালভার্ট, শেহনাজ কাদরী, জায়দুল ইসলাম খান, সতনাম সিং আলুআলিয়া, সাইরাম জামসেদ মদন, জনাব রফিকুল আলম প্রমুখ।

সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে অতিরিক্ত ভর্তি ফি নেওয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: রাজ্যের সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে যে কোনও শ্রেণীতে ভর্তির জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্য সর্বোচ্চ ২৪০ টাকা। অথচ, চুঁচুড়া শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিন সকালে এই অভিযোগের ভিত্তিতে বাণী মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের গেটে বিক্ষোভ দেখল ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের (এসএফআই) চুঁচুড়া আঞ্চলিক কমিটি। এ দিন স্কুলে ছিলেন না প্রধান শিক্ষিকা ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে বারবার ফোন করা হলেও ধরেননি। তবে, বেশি টাকা নেওয়া স্কুলগুলির দাবি, কম্পিউটার ক্লাস, বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন বিষয়ে অতিরিক্ত পরিষেবা দেওয়ার জন্য বাড়তি টাকা নেওয়া হয়। যা পরিচালন সমিতির বৈঠকেই সর্বসম্মতিক্রমেই ঠিক হয়। বাণী মন্দিরের পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য তথা এলাকার

তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, “যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে, তাঁরা বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা করুক বাম আমলে কি সুবিধা দেওয়া হত। এখন, সুবিধা অনেক বেশি দেওয়া হয়। তাই কিছু ক্ষেত্রে টাকার প্রয়োজন হয়।”
বিধায়ক কিংবা স্কুলগুলি যাই বলুক না কেন, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃন্ময় ঘোষ সাফ জানিয়ে জানান, সরকার নির্ধারিত ২৪০ টাকার বাইরে একটি টাকাও পড়ুয়াদের কাছ থেকে নেওয়া যায় না। জেলা শিক্ষা দফতরের এক কর্তা বলেন, “আমাদের কাছে এখনও কেউ অভিযোগ করেননি। তাই জানতাম না। বিষয়টি দেখা হবে।”
এ দিন সকাল ১০ টা নাগাদ ওই বিদ্যালয়ের গেটে হাজির হন এসএফআই-য়ের কয়েকজন সদস্য। তাঁরা হাত মাইকের সাহায্যে বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। মেয়েদের স্কুলে দিতে এসে অভিভাকরা বক্তব্য শুনতে দাঁড়িয়ে যান। পরে গেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এসএফআই। সদ্য পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠা এক ছাত্রীর মা বলেন, “নতুন ক্লাসে ভর্তির জন্য ১৫৬০ টাকা ধার করে দিতে হয়েছে। আমরা আগে থেকে কিছুই জানতাম না।” তাঁর দাবি, জানা কয়েকের পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত জোর করে অভিভাকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এসএফআই সদস্য শুভদীপ দাসের অভিযোগ, জেনারেটর, কম্পিউটার, সরস্বতী পুজোর নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। যার অংশ তৃণমূল নেতাদের কাছে গিয়েছে। সংগঠনের চুঁচুড়া আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি রাজেশ্বরী রায় বলেন, “অতিরিক্ত টাকা অবিলম্বে ফেরত না দিলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব।” স্কুলের টাকা নেওয়ার অভিযোগ মানেননি তৃণমূল নেতৃত্ব।

মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই জমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মেজিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশে থাকা ছাই পুকুরে জমা হওয়া ছাই উড়ে এসে জমা হচ্ছে গ্রামে। ছাইয়ের তলায় চাপা পড়ে ইতিমধ্যেই অনাবাদী হয়ে পড়েছে একরের পর একর কৃষিজমি। ছাইয়ে ঢাকা পড়ছে ঘরবাড়িও। বারেবারে আবেদন জানিয়েও না মিলছে ক্ষতিপূরণ না পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। অগত্যা একই সাথে পৃথক পৃথক ভাবে ছাই পুকুরের পাশে ও মেজিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গেটে বিক্ষোভে সামিল হলেন বাঁকুড়ার লটিয়াবনি ও নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ।
বাঁকুড়ার মেজিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিজস্ব বিশাল ছাই পুকুর রয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত টন টন ছাই প্রতিদিন ওই ছাই পুকুরে জমা হয়। বছরের পর বছর ধরে ছাই জমতে জমতে কয়েকশো একরের ছাই পুকুর ভরাট হয়ে যাওয়ায় এখন মেজিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিজস্ব ছাই পুকুর থেকে সড়কপথে কয়েকশো টন ছাই প্রতিদিন অন্যত্র সরিয়ে ফেলে। কিন্তু তারপরও ছাই দূষণের হাত থেকে নিস্তার পায়নি ছাই পুকুর সংলগ্ন বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি

ব্লকের লটিয়াবনি ও নিত্যান্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামের মানুষ। ছাই পুকুর থেকে প্রতিদিন বাতাসে বয়ে এসে ছাই জমতে থাকে লটিয়াবনি গ্রামে। বাতাস বাহিত ছাইয়ে ঢাকা পড়ে গিয়ে অনাবাদি হয়ে পড়ে নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ন কৃষিজমি। জমি অনাবাদী হয়ে পড়ায় রুজিরুটি হারিয়ে অনেকেই বাধ্য হয়ে দিনমজুরে পরিণত হয়েছে এলাকার কয়েকশো পরিবার। এই পরিস্থিতিতে গ্রাম পুনর্বাসনের দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন লটিয়াবনি গ্রামের মানুষ। এবার সেই দাবিতেই ছাই পুকুরের সামনে রীতিমত মঞ্চ করে অবস্থানে বসলেন গ্রামের মানুষ। লটিয়াবনি গ্রামের মানুষের আন্দোলনের জেরে এদিন মেজিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই পুকুর থেকে ছাই পরিবহন স্তব্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে একই দিনে ছাইয়ে ঢাকা পড়ে যাওয়া জমির ক্ষতিপূরণের দাবীতে লটিয়াবনি গ্রামের সাথে সম্মিলিত ভাবে আন্দোলনে নামেন পার্শ্ববর্তী নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ। আজ লটিয়াবনি ও নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা যৌথ ভাবে মেজিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দু নম্বর গেট ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। অবিলম্বে দাবীপূরণ না হলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছেন লটিয়াবনি ও নিত্যানন্দপুর গ্রাম এই দুই পঞ্চায়েত এলাকার আন্দোলনকারীরা। বিষয়টি নিয়ে মেজিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তরফে কোনো বক্তব্য মেলেনি।

বাল্যবিবাহ রোধে মহিলাদের এগিয়ে আসতে হবে: জেলাশাসক তনভির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: তমলুক গণপতি নগরে উদ্বোধন হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সবলা মেলা ও সংহতি উৎসব,জেলা প্রশাসনিক ময়দানে। ১৫তম সবলা মেলার শুভ উদ্বোধন করেন প্রদীপ জ্বালিয়ে রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী, রাজ্যের কারা মন্ত্রী অখিল গিরি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক তানবীর আফজল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্ত বিভাগের উদ্যোগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়,পূর্ব মেদিনীপুর জেলাপরিষদ ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই মেলাটির আয়োজন হয়। জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে এই

মেলাটির মূল আয়োজন বলে জানা যায়।
জেলার ৫০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রাজ্য থেকে ২১ শত কোটি টাকা পেয়েছে। রাজ্যের অন্য কোন জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এত টাকা পায় না।যে টাকাটা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পেয়েছে। জেলাশাসক বলেন এই জেলাতে বাল্যবিবাহ রোধ করতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদেরকে তৎপর হতে হবে। বাল্য বিবাহ মানে একটি মেয়ের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া,বাল্য বিবাহ মানে তাকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেওয়া।

ভাঙন দুর্গতদের কম্বল ও জ্যাকেট বিলি

আপনজন: কনকনে ঠান্ডার সময়ে গঙ্গাভাঙন কবলিত এলাকার অসহায় মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র এবং শিশুদের মাঝে জ্যাকেট বিতরণ করল প্রবাসী ভারতীয়দের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা'আইএমআরসি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান সহায়তা ট্রাস্ট। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ ব্লকের ধানঘরা গ্রামে এক অনুষ্ঠান করে গঙ্গা ভাঙন কবলিত এলাকার প্রায় পাঁচশ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। মূলত ধানঘরা, শিবপুর, কামালপুর, চাচন্ড এলাকার বাসিন্দাদের হাতে শীতের পোশাক তুলে দেওয়া হয়। জ্যাকেট প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আপনজন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ফৈয়াজ আহমেদ, সমাজসেবক মোস্তাক আহমেদ সহ স্থানীয় উদ্যোক্তা ফারুক শেখ, সাংবাদিক জীবন সরকার, মাসুদ আলি, সামিম আক্তার, রাজু আনসারী, রামিজ রাজা প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাওড়া জেলা বইমেলার সূচনা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর অনুমোদিত ও স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক আয়োজিত ৩৫তম হাওড়া বইমেলার শুভ সূচনা হল। বৃহস্পতিবার দুপুরে এর শুভ সূচনা করেন রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের মন্ত্রী অরূপ রায়, বিধায়ক ডা: নির্মল মাজি, সুকান্ত পাল, হাওড়া জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস, সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। এবারের বইমেলায় সহযোগিতায় রয়েছে হাওড়া জেলা প্রশাসন। হাওড়ার শরৎ সদন প্রাঙ্গণে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা চলবে।

উদ্যান পালন দফতরের সচেতনামূলক আলোচনা সভা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত হল একটি বিশেষ সচেতনামূলক আলোচনা শিবির। প্রধানমন্ত্রী ফর্মালাইজেশন অফ মাইক্রো-ফুড প্রসেসিং স্কিম ও উদ্যান পালন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের বিষয় নিয়েই এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালুছায়া ভবনে আয়োজিত এদিনের এই সচেতনতামূলক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক, উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সহ জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে শিবিরে উপস্থিত হওয়া বিভিন্ন কৃষকেরা। জানা গিয়েছে, পিএমএফএমই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে সরকার যে সমস্ত প্রয়াস গ্রহণ করেছে, সে সম্পর্কে অবগত করতেই এই সচেতনতা মূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা হর্টিকালচার অফিসার ডঃ অলক বর জানান, ‘ফুড প্রসিং ইন্ডাস্ট্রিজ এর অন্তর্গত একটি স্কিম রয়েছে প্রধানমন্ত্রী ফর্মালাইজেশন অফ মাইক্রো-ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজ(পিএমএফএমই)। সেই বিষয়ে আজ আমাদের একটি সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ছিল।

বিক্ষোভের জেরে স্কুলে জেলা অফিসার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মিড ডে মিল নিয়ে রাঁধুনিদের বিক্ষোভের খবরের জেরে স্কুল পরিদর্শনে জেলা আধিকারিক,রিপোর্ট পাঠানো হল দপ্তরে,প্রধান শিক্ষকের কাছে জবাব চাইলেন আধিকারিক।
খবরের জেরে এবার স্কুল পরিদর্শনে জেলা আধিকারিক।মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের মহেন্দ্রপুর হাই স্কুলে মিড ডে মিলে বেনিয়ম এবং দুর্নীতি নিয়ে বিক্ষোভ করেন খোদ রাধুনীরা।প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন।সেই খবর সম্প্রচারিত হয় আমাদের সংবাদ মাধ্যমে।তারপরে কার্যত খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন।মিড ডে মিল ওসি অসিত বর্মন আজ মহেন্দ্রপুর হাই স্কুল পরিদর্শনে আসেন।তিনি জানান সমস্ত রিপোর্ট উচ্চ আধিকারিকদের পাঠানো হবে।তবে এদিন মিড ডে মিল ঠিক ভাবে রান্না হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।সাথে তিনি বলেন যে রাধুনীরা বিক্ষোভ করে ছিলেন তারা আজ উপস্থিত ছিলেন না। সকলের সঙ্গে কথা বলে ছাত্ররা যাতে সঠিক ভাবে মিড ডে মিল পায় সেই ব্যবস্থা করা হবে।

আইসিডিএসে খাবার নিম্নমানের, বিক্ষোভ

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: আইসিডিএস সেন্টারে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার প্রতিবাদে তিন ঘন্টা ধরে শিক্ষিকাকে ঘিরে চলল বিক্ষোভ অভিভাবকদের হরিহরপাড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার ডল্টনপুর নতুনপাড়া আইসিডিএস সেন্টারে। যেখানে পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার কথা সেখানে দেওয়া হচ্ছে নিম্নমানের খাবার। খিচুড়িতে সবজি ছাড়া জল মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে । এবং মাঝেমধ্যেই ডিম দেওয়া হয় না। রান্না খিচুড়িতে নোংরা পড়লেও পরিবর্তন না করেই ঐ খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছে শিশুদের বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। তারই প্রতিবাদে শিক্ষিকাকে ঘিরে বিক্ষোভ চলে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্যান্য আই সি ডি এস সেন্টারের কর্মীর ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।
অভিভাবকদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটবেনা। তারপরে স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও অন্যান্য আইসিডিএস কর্মীদের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেই। শিক্ষিকা রাশিদা আনসারী বলেন আমাকে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।
এই বিষয়ে হরিহরপাড়ার বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া বলেন ঘটনার পুরো তদন্ত করে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

প্রথম নজর

পারভেজ মোশাররফের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রেখেছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি কাজী ফায়েজ ইসার নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের একটি বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

এর আগে সংবিধানের পরোয়া না করে ২০০৭ সালে জরুরি অবস্থা জারির দায়ে দেশটির নিম্ন আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।

প্রসঙ্গত, বিরল রোগ অ্যামিলয়ডোসিসে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন ভোগার পর ২০২৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ের আমেরিকান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মারা যান জেনারেল মোশাররফ।

১৯৯৮ সালে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান হওয়ার পরের বছর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল পারভেজ মোশাররফ। পরে ২০০২ সালে গণভোটের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটির প্রেসিডেন্ট হন।

ফিলিস্তিনির লাশের উপর দিয়ে গাড়ি চালাল ইসরায়েলি বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে তিন নাগরিককে গুলি করে হত্যার পর একজনের দেহের ওপর দিয়ে সামরিক যান চালিয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। পশ্চিম তীরের তুলকারেম এলাকার এ ঘটনার একটি ভিডিও চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

ইসরায়েলের সীমান্ত পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, তাদের কমান্ডরা একজন পলাতক জঙ্গিকে ধরতে তুলকারমে অভিযান চালায়।

সেখানে জঙ্গিদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষে তিন ফিলিস্তিনি বন্দুকধারী নিহত হয়। ওই অভিযানের ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, রাতের বেলা ইসরায়েলি বাহিনী একটি বাড়ির সামনে হাজির হয়ে সেখানে থাকা একদল তরুণের উপর সরাসরি গুলিবর্ষণ শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে ওই তরুণরা পালিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে সড়ক ধরে দৌড়াতে থাকে। এ সময় দুই তরুণ গুলিবিদ্ধ হয়ে সড়কে পড়ে যায়। তাদের আর নড়াচড়া করতে দেখা যায়নি। অন্য কোণ থেকে নেয়া আরেকটি ফুটেজে তৃতীয় আরেক ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যেতে দেখা যায়। ফুটেজে আরো দেখা যায়, ইসরায়েলি বাহিনীর একটি গাড়ি মাটিতে পড়ে থাকা দুই তরুণের মরদেহের কাছে যায় এবং একটি লাশের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয়।

ভিডিওতে আরো দেখা যায়, পরে কোনো এক সময় একটি মরদেহ সড়ক থেকে পাশে সরিয়ে নেয়া হয় এবং আরেকটি গাড়ি পেছন দিকে চলতে চলতে ওই মরদেহটিকে দুইবার মাড়িয়ে দেয়। এ বিষয়ে জানতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স থেকে সীমান্ত পুলিশের একজন মুখপাত্রকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মুখপাত্রের কার্যালয়ে গিয়ে কথা বলতে বলেন। রয়টার্স থেকে সেখানে যাওয়া হলে তারা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। বলেছে, নিষ্ঠুর এই ঘটনা 'ঘৃণা এবং চরমপন্থার সংস্কৃতিকে' প্রতিফলিত করছে। উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত কমপক্ষে ২৩ হাজার ৮৪ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৯ হাজার ৬০০ শিশু আছে। এ ছাড়া আহত হয়েছেন প্রায় ৫৯ হাজার মানুষ।

নিউ জার্সিতে মুসলিম ঐতিহ্যের মাস উদযাপন

আপনজন ডেস্ক: জানুয়ারি মাসকে মুসলিম ঐতিহ্যের মাস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের মন্টক্লেয়ার টাউন কাউন্সিল। গত ২ জানুয়ারি কাউন্সিলের বৈঠকে এ ঘোষণা দেন শহরের মেয়র শন স্পিলার। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'মন্টক্লেয়ার শহর মুসলিম সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনের স্বীকৃতি দেয় এবং প্রতিবছরের জানুয়ারি মাসকে মুসলিম ঐতিহ্যের মাস হিসেবে উদযাপন করতে চায়। শিক্ষা, উদ্যোক্তা, সরকারি সেবা, আইন, চিকিৎসা, সাহিত্য, খাদ্য ও সংস্কৃতিসহ নানা ক্ষেত্রে এই শহরের বৈচিত্র্য ও ইতিবাচক বৃদ্ধিতে আমেরিকান মুসলিমদের অবদান রয়েছে।

এর আগে গত বছরের ২৯ এপ্রিল নিউ জার্সির গভর্নর ফিল মারফি রাজ্যের ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান আইন প্রণেতাদের সম্মতিতে জানুয়ারি মাসককে মুসলিম ঐতিহ্যের মাস হিসেবে ঘোষণা দেন। তখন তিনি বলেছিলেন, 'প্রতিবছরের জানুয়ারি মাসকে মুসলিম হেরিটেজ মাস হিসেবে মনোনীত করতে পেরে আমি গর্বিত। নিউ জার্সির বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য আমরা খুবই গর্বিত। এই রাজ্যের অগ্রগতিতে মুসলিমদের ইতিবাচক প্রভাবকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি এবং ভবিষ্যতে এর উদযাপন অব্যাহত রাখব।'

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যে তিন লাখের বেশি আমেরিকান মুসলিম বসবাস করেন। তাঁদের অনেকে সরকারি ও বেসরকারি দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিমরা যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জনগোষ্ঠী। সিএআইআরের তথ্যমতে, ২০২২ সালে আমেরিকায় মুসলিমদের সংখ্যা পাঁচ মিলিয়নে পৌঁছেছে।

সতবে সেন্টার ফর ইমিগ্রেশন স্টাডিজের পরিসংখ্যান মতে, মুসলিমদের সংখ্যা তিন থেকে চার মিলিয়নের মধ্যে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যা ৩৩১ মিলিয়ন; এর মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা ১.১ শতাংশ।

সাহায্যের বিষয়ে পশ্চিমাদের দ্বিধা পুতিনকে সাহসী করছে: জেলেনস্কি

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযান চলছে টানা প্রায় দুই বছর ধরে। রুশ এই আগ্রাসনের শুরু থেকেই দেশটিকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা করে আসছে মিত্ররা। তবে মার্কিন রিপাবলিকানরাসহ পশ্চিমা মিত্রদের অনেকে বেঁকে বসায় সম্প্রতি দেশটির সহায়তা তহবিলে টান পড়েছে।

আর এতেই বেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, সাহায্যের বিষয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর দ্বিধা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে সাহসী করছে।

বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অঘোষিত সফরে লিথুয়ানিয়া গিয়ে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সতর্ক করে বলেছেন, সাহায্যের বিষয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর দ্বিধা রাশিয়াকে উৎসাহিত করছে।

বুধবার জেলেনস্কি লিথুয়ানিয়ান প্রেসিডেন্টকে বলেন, ইউক্রেনকে অবশ্যই তার আকাশ প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে হবে এবং তার গোলাবারুদের সরবরাহ পুনরায় পূরণ করতে হবে কারণ ইউক্রেনে প্রায় দুই বছরের চলা এই যুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা জোরদার করেছে রাশিয়া।

লিথুয়ানিয়ার প্রেসিডেন্ট গিতানাস নওসেদার সাথে আলোচনার পর জেলেনস্কি বলেন, আমরা প্রমাণ করেছি, রাশিয়াকে থামানো যেতে পারে, তাকে (দেশটিকে) প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে কখনও কখনও, ইউক্রেনকে আর্থিক ও সামরিক সহায়তার বিষয়ে অংশীদারদের সিদ্ধান্তহীনতা শুধুমাত্র রাশিয়ার সাহস এবং শক্তি আরও বাড়িয়ে দেয়।

তিনি আরো বলেন, তিনি (রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন) এই যুদ্ধ শেষ করবেন না যতক্ষণ না আমরা সবাই মিলে তাকে শেষ না করি। লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, মলদোভা হতে পারে (রাশিয়ার) পরবর্তী টার্গেট।

ইউক্রেনের এই প্রেসিডেন্ট এসময় লিথুয়ানিয়াকে তার সামরিক সহায়তা ও শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জানান।

লিথুয়ানিয়ার প্রেসিডেন্ট গিতানাস নওসেদা সাংবাদিকদের বলেন, আমরা জানি এই দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ কতটা ক্লান্তিকর, এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইউক্রেনের সম্পূর্ণ বিজয় অর্জনের বিষয়ে আগ্রহী।

তিনি বলেন, তার দেশ আগামী মাসে কিয়েভে এম৫৭৭ সাঁজোয়া যান পাঠাবে। এটি পূর্বে ঘোষিত ২০০-মিলিয়ন-ইউরোর সামরিক সহায়তা প্যাকেজের অংশ।

এর আগে বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের লিথুয়ানিয়ায় পৌঁছানোর ঘোষণা দিয়ে জেলেনস্কি বলেন, তিনি আগামী কয়েকদিনে লাটভিয়া এবং এস্তোনিয়াতেও যাবেন।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে তিনি বলেন, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়া আমাদের নির্ভরযোগ্য বন্ধু এবং নীতিগত অংশীদার। আজ, আমি তালিন এবং রিগা যাওয়ার আগে ভিলনিয়াসে পৌঁছেছি।

এখানে তিনি আরো বলেন, নিরাপত্তা, ইইউ ও ন্যাটোর সঙ্গে যুক্ত হওয়া, ইলেকট্রনিক যুদ্ধ ও ড্রোন সম্পর্কিত সহযোগিতা এবং ইউরোপীয় সমর্থনের আরও সমন্বয়সহ সবই এজেন্ডায় রয়েছে।

এদিকে এস্তোনিয়ায় প্রধানমন্ত্রী কাজা ক্যালাস ইউক্রেনের প্রতি তার দেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেছেন, এটি গুরুত্বপূর্ণ সময়, এবং আমাদের মনোযোগ ধরে রাখতে হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্গাস সাহকনা বলেছেন, তালিন আগামী চার বছরে 'তার জিডিপির ০.২৫ শতাংশ ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তার জন্য বরাদ্দ করতে' প্রস্তুত।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যা মামলার শুনানি শুরু

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলকে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় সামরিক অভিযান বন্ধের নির্দেশ দিতে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) আরজি জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) নেদারল্যান্ডসে অবস্থিত জাতিসংঘের এই শীর্ষ আদালতে শুরু হয়েছে গাজা গণহত্যা মামলার শুনানি। শুক্রবার এই অভিযোগের বিষয়ে ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া শুনবে আদালত।

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে হামাস যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় গাজা উপত্যকায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল—এমন অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দেশটির দাবি, গাজায় ১৯৪৮ সালের গণহত্যা কনভেনশন লঙ্ঘন করছে ইসরায়েল।

দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য শুরুতে গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে জরুরি স্থগিতাদেশ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

গণহত্যার অভিযোগের মামলা শেষ হতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। উদ্বোধনী মন্তব্যে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিরা দাবি করেছেন, গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাস যোদ্ধাদের হামলা, ইসরায়েলের বর্তমান কর্মকাণ্ডের সাফাই হতে পারে না। বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর চলে আসা ভয়াবহ নিপীড়ন, গণহত্যা ও ভূমি দখলের প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর আকস্মিক হামলা চালায় স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। এই হামলায় এক হাজার ১০০ জনেরও বেশি ইসরায়েলি মারা যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় গাজায় ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ২৩ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে বলে জানিয়েছে হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় সামরিক ও বেসামরিক মৃত্যুর আলাদা হিসাব প্রকাশ করে না। তবে আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলো গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া এই সংখ্যাকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিরা বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর সংঘটিত কিছু কাজ জাতিসংঘের গণহত্যা কনভেনশনের বিরুদ্ধে গেছে এবং সেই কাজগুলোকে ৭ অক্টোবরের হামলার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিচারমন্ত্রী রোনাল্ড লামোলা বলেছেন, 'কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সশস্ত্র আক্রমণ যতই গুরুতর হোক না কেন...এই কনভেনশন (গণহত্যা কনভেনশন) লঙ্ঘনের যুক্তি হিসেবে সেটা দাঁড় করানো যেতে পারে না।'

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিরা দাবি করেছেন, ইসরায়েল যে পরিমাণ বোমাবর্ষণ করেছে তা অভূতপূর্ব এবং গাজা উপত্যকাকে ইসরায়েল কার্যত বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে।

উভয় পক্ষের প্রতিবাদের মধ্যেই চলছে শুনানি।

ইসরায়েল এই গণহত্যার অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং হামাসের পক্ষে 'শয়তানের উকিল' হিসেবে কাজ করার অভিযোগ তুলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে।

হামাসকে ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জার্মানিসহ অন্য অনেক দেশের সরকার সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ সব আন্তর্জাতিক আইন মেনেই পরিচালনা করা হচ্ছে। গাজা স্থায়ীভাবে দখল করা বা সেখান থেকে বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে ফেলার কোনো উদ্দেশ্য ইসরায়েলের নেই বলেও জানিয়েছিন তিনি। নেতানিয়াহু বলেন, 'আমার লক্ষ্য গাজা থেকে হামাস সন্ত্রাসীদের নির্মূল করা এবং আমাদের জিম্মিদের উদ্ধার করা।'

তিনি আরো বলেন, 'আইডিএফ (ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী) বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা কমানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে, কিন্তু হামাস বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের মানবঢাল হিসাবে ব্যবহার করে সেটা বাড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে।'

এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা মামলা করার কারণটি 'নীতিগত' বলে বর্ণনা করেছেন। বুধবার তিনি বলেন, 'গাজার জনগণের ওপর চলমান হত্যাকাণ্ডে আমাদের বিরোধিতা রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের আইসিজেতে যেতে বাধ্য করেছে।'

রামাফোসা বলেন, 'এক সময় আমরা ক্ষমতাহীনতা, বৈষম্য, বর্ণবাদ এবং রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট সহিংসতার তিক্ত ফল আস্বাদন করেছি। ইতিহাসের সঠিক পথে আমাদের অবস্থান থাকবে।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আইসিসিতে দক্ষিণ আফ্রিকার মামলার প্রতি সমর্থন দিল ইরান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের চালানো গণহত্যার প্রতিবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসিতে যে মামলা দায়ের করেছে তার প্রতি সমর্থন দিয়েছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান। তেহরান বলেছে, ইসরায়েলি বাহিনী অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার বেসামরিক জনগণের ওপর যে ভয়াবহ অপরাধযজ্ঞ চালিয়েছে তা আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন। বুধবার ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইসরায়েল কয়েকটি সরকারের পক্ষ থেকে নিঃশর্ত ও সীমাহীন সমর্থন পেয়েছে যার কারণে গাজা এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরের নিরপরাধ জনগণের ওপর তারা পূর্ণ শক্তি নিয়ে আগ্রাসন চালিয়েছে। গত তিন মাস ধরে তারা এই অপরাধযজ্ঞ চালিয়ে আসছে এবং নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে ইসরায়েল সমস্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে।

নিরাপত্তা পরিষদে হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করেছে নিরাপত্তা পরিষদ। এই সময় ইরানকে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র। লোহিত সাগরে এখনই ব্যবস্থা না নিলে ইরানের বিরুদ্ধে পরবর্তী পদক্ষেপের হুমকি দিয়েছে দেশটি। বুধবার ১১-০ ভোটে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ একটি প্রস্তাব পাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে অবিলম্বে লোহিত সাগরে পণ্যবাহী জাহাজের উপর হুথি বিদ্রোহীদের আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান যৌথভাবে এই প্রস্তাব আনে। হুথি বিদ্রোহীদের আক্রমণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বিপুল ক্ষতির মুখে ফেলছে বলে ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

রাশিয়া, চীন, মোজাম্বিক এবং আলজেরিয়া এই ভোটে অংশ নেয়নি। লোহিত সাগরে হুথি বিদ্রোহীরা এখনো পর্যন্ত ২৬ বার পণ্যবাহী জাহাজে আক্রমণ চালিয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৬ মি.

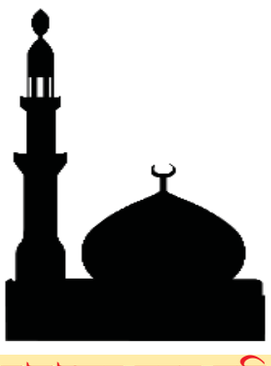

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৯
যোহর	১১.৫০	
আসর	৩.৩৫	
মাগরিব	৫.১৬	
এশা	৬.৩০	
তাহাজ্জুদ	১১.০৫	

করোনায় এক মাসে ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান বলেছেন, ছুটির দিনে জনসমাগম ও বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করোনা ধরনের বিস্তারের কারণে ডিসেম্বর মাসে কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ বেড়েছে।

টেড্রোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেন, ডিসেম্বরে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০ হাজার মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ওই সময় বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশে করোনায় হাসপাতালে ভর্তি ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জার্মানিতে ধর্মঘট, অচল ট্রেন যোগাযোগ

আপনজন ডেস্ক: জার্মানিতে তিনদিনের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন ট্রেন চালকরা। স্থবির হয়ে পড়েছে দেশটির ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা। চরম বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা। এদিকে ধর্মঘটকারীদের বিভিন্ন দাবি গুরুত্বসহ বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছে জার্মান সরকার।

বুধবার (১০ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় সকাল থেকে তিনদিনের ধর্মঘটরের ডাক দেয় জার্মানির ট্রেন চালকদের বিভিন্ন সংগঠন। এতে চরম বিপাকে পড়েন যাত্রীরা।

ট্রেন চালকদের ধর্মঘটের কারণে চলেনি দূরপাল্লা কিংবা স্বল্পপাল্লার কোনো ট্রেন। এতে রাজধানী বার্লিনের সঙ্গে দেশটির অন্যান্য শহরের রেল যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

চালকরা তাদের বেতন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে এককালীন অর্থ প্রদান ও সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা ৩৮ এর পরিবর্তে ৩৫ ঘণ্টা করার দাবি জানান। তবে দফায় দফায় আলোচনার পরও কর্তৃপক্ষ দাবি না মানায়, এই অচলাবস্থার সৃষ্টি বলে জানিয়েছে জার্মানির ট্রেড ইউনিয়ন।

এদিকে এই ধর্মঘটকে 'গুরুত্বসহ বিবেচনার' আশ্বাস দিয়েছে ওলাফ শোলৎজ প্রশাসন।

তবে শুধু কথায় নয়, কর্মীদের তোলা দাবি মেনে না নিলে সামনের দিনগুলোতে আরো বড় পরিসরে ধর্মঘটের ডাক দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে জার্মান ট্রেন চালকরা।

তাইওয়ানের নির্বাচনে চীনকে হস্তক্ষেপ না করার হুঁশিয়ারি

আপনজন ডেস্ক: তাইওয়ানের আসন্ন প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনে বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ ও প্রভাব খাটানোর চেষ্টার বিরোধিতা করা হবে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মূলত চীনকে উদ্দেশ্য করেই বুধবার মার্কিন প্রশাসনের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এই হুঁশিয়ারি দেন। বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স।

প্রতিবেদনে বলা হয় যে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা সাংবাদিকদের জানান যে, ওয়াশিংটন এই নির্বাচনে পক্ষ নেয় নি এবং তার পছন্দের প্রার্থী নেই।

তিনি আরো বলেন, যাকেই নির্বাচিত করা হোক না কেন, তাইওয়ানের প্রতি আমাদের নীতি একই থাকবে এবং আমাদের শক্তিশালী অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কও অব্যাহত থাকবে।

আন্তর্জাতিক মহলে তাইওয়ানের সবচেয়ে বড় মিত্র ওয়াশিংটন। সেই সঙ্গে তাইওয়ানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র সরবরাহকারীও যুক্তরাষ্ট্র। চীন তাইওয়ানকে নিজেদের অংশ মনে করে। তাইওয়ান নিয়ে চীনের এমন অবস্থানের বিপক্ষে ওয়াশিংটন। আর এটা নিয়েই বেইজিং-ওয়াশিংটনের বিরোধ।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের পর তাইওয়ানে অনানুষ্ঠানিক প্রতিনিধি দল পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে ওয়াশিংটন। বুধবার বাইডেন প্রশাসনের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এসব কথা বলেন।

ব্রুনাইয়ের সুলতানের ছেলের বিয়ে, ১০ দিন চলবে রাজকীয় উৎসব

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসনাল বলকিয়াহর দশম সন্তান প্রিন্স আবদুল মতিন ইবনে হাসনাল বলকিয়াহর বিয়ে উদযাপন উপলক্ষে ১০ দিন উৎসবের ঘোষণা দিয়েছে দেশটির রাজকীয় প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) ব্রুনাইয়ের রাজধানী বন্দর সেরি বেগাওয়ানের বৃহত্তম মসজিদ ওমর আলী সাইফুদ্দিনে তাদের বিয়ে হয়। ওমর আলি সাইফুদ্দিন মসজিদটির গম্বুজ স্বর্ণের পাত দিয়ে মোড়ানো। পোলো খেলোয়াড় হিসেবে বিখ্যাত ৩২ বছর বয়সী প্রিন্স আবদুল মতিনকে তার পিতা সুলতান হাসনাল বলকিয়াহর উত্তরসূরী বলেও বিবেচনা করা হয়। ইয়াং মুলিয়া আনিশা রোসনাহ (২৯) নামের যে তরুণীর সঙ্গে প্রিন্সের বিয়ে হয়েছে– তিনি কোনো রাজপরিবারের সদস্য না হলেও ব্রুনাইয়ের অভিজাত গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তার পিতামহ সুলতান হাসনাল বলকিয়াহর অন্যতম উপদেষ্টা। রাজপরিবার সংশ্লিষ্ট প্রশাসন জানিয়েছে, রাজপুত্রের বিয়ে উপলক্ষে আগামী রোববার বন্দর সেরি বেগাওয়ানের ১ হাজার ৭০০ কক্ষবিশিষ্ট জমকালো এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া এদিন দেশজুড়ে আনন্দ শোভাযাত্রাও হবে। পরবর্তী রোববার পর্যন্ত প্রিন্স আবদুল মতিনের বিয়ে উদযাপন করবেন ব্রুনাইয়ের বাসিন্দারা।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ২৬ পৌষ ১৪৩০, ২৯ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

আখেরে ক্ষতিরই কারণ

হা ঠিক যে, মিথ্যা বলিবার সাময়িক কিছু সুবিধা রহিয়াছে; কিন্তু ইহার সবচাইতে বড় অসুবিধা হইল–ইহা স্লো পয়জনের মতো, ধীরে ধীরে সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করে। এই জন্য ইংরেজি প্রবাদেই বলা হইয়াছে–অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। কেন 'অনেস্টি' বেস্ট পলিসি–তাহা বুঝিতে 'বুদ্ধিমান' হইতে হয় না। অথচ আমাদের সমাজ এমনভাবে তৈরি হইয়াছে যে, এইখানে 'সত্য' বলাটাকে বোকামির লক্ষণ হিসাবে গণ্য করা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর ব্রিটিশ লেখক স্যামুয়েল রাওল্যান্ডও বলিয়াছিলেন, 'ছোট এবং বোকারাই সাধারণত সত্য কথা বলিয়া থাকে।' কিন্তু সততাই যদি সর্বোত্কৃষ্ট পন্থা হয়, তাহা হইলে আমরা বরং বলিতে পারি–বোকারাই মিথ্যা বলে। মিথ্যার মাধ্যমে তাহারা তাত্ক্ষণিক লাভ করিবার সুযোগ খোঁজাটা নিতান্তই চাতুর্যতা। তবে বাঙালিরা তাত্ক্ষণিক লাভেই বিশ্বাসী। হাজার বত্সর পূর্বে ওমর খৈয়াম বলিয়াছিলেন–'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও/ বাকির খাতা শূন্য থাক/ দূরের বাদ্য লাভ কী শুনে/ মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।' (কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত)। সুতরাং বাঙালি নগদ লাভে বিশ্বাসী। ইহা ভয়ংকর।

বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকাইলে বিস্ময়ের সহিত লক্ষ করা যায়–তাহারা চোখের উপর চোখ রাখিয়াও মিথ্যা বলিতে দ্বিধা করে না। মিথ্যা বলিতে তাহাদের বুক এবং চোখের পাতা কাঁপে না। 'লাই ডিটেক্টর' দিয়া টেস্ট করাইলেও হয়তো দেখা যাইবে, বাঙালির মিথ্যা তাহাতে ধরা পড়িতেছে না। মিথ্যা বলিবার সময় তাহার হার্টবিট বাড়িতেছে না, গলা শুকাইতেছে না, কথা জড়াইতেছে না। কী অপূর্ব দক্ষতায় সত্যের মতো করিয়া মিথ্যা বলিতে পারে!

এই চাতুর্যতা কখনো একটি জাতির মঙ্গল আনিতে পারে না। কারণ, মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী যেই কার্যপ্রণালি নির্ধারিত হয়, তাহাতে বড় ভুল হয়। যিনি যেই পদের জন্য উপযুক্ত নহেন, তাহার উচিত নহে নিজেকে উপযুক্ত হিসাবে 'ভান' করা। যিনি যেই কাজ পারিবেন না, কেন তিনি মিথ্যার আশ্রয় লইয়া তাহা করিতে যাইবেন? মহান দার্শনিক সক্রেটিস বলিয়া গিয়াছেন–'সত্যপ্রীতি বিজ্ঞতার লক্ষণ'; কিন্তু আমরা কয়জন 'বিজ্ঞ' হইতে চাই? বাঙালিরা সকল কিছু জানিয়া-শুনিয়াই চালাক হইতে চাহে। এই জন্য চাতুর্যতা তাহার রান্ধ্রে রন্ধ্রে। যদি সে 'মিথ্যা' না বলে, তাহা হইলে সে 'অর্ধসত্য' বলিবে, তবু সহজে 'সত্য' বলিবে না। বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন বলিয়াছেন–অর্ধসত্য কথা বলাটাও মিথ্যার নামান্তর। অনেকে অবশ্য মনে করেন, অর্ধসত্য মিথ্যার চাইতেও ভয়ংকর; কিন্তু কেন বাঙালির এত মিথ্যাপ্রীতি? মনস্তত্ত্ববিদরা বলিয়া থাকেন, মানুষের মনোবিকাশে শৈশব ও কৈশোরের গুরুত্ব অপরিসীম। যেই শিশু বা কিশোর দেখিতেছে যে তাহার পিতা অনিয়ম-দুর্নীতি করিয়া অর্থের পাহাড় তৈরি করিতেছে, তাহার মধ্যে কী করিয়া নীতিবোধ তৈরি হইবে? অথচ আমাদের আদর্শলিপি কিংবা ধর্মগ্রন্থসমূহে সত্ পথে চলিবার এবং চুরি না করিবার অসংখ্য নীতিবাক্য রহিয়াছে। হজরত আলী (রা.) বলিয়াছেন, 'যাহা সত্য নহে তাহা কখনো মুখে আনিও না। তাহা হইলে তোমার সত্য কথাকেও লোকে অসত্য বলিয়া মনে করিবে।' দুর্নীতি কিংবা চুরি করা অর্থ তো হারাম। কোনো ব্যক্তি যদি হারাম কোনো বস্তুকে হারাম মনে করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার কবিরা গুনাহ হইবে। আবার যদি হারাম বস্তুকে হালাল মনে করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরিণতি হইবে আরো ভয়াবহ। আখিরাতে সরাসরি জাহান্নাম। এই কথা জানা থাকিলে কাহারা এবং কেন চুরি ও দুর্নীতি করে? মিথ্যার আশ্রয় লয়? আসলে সত্য কথা বলা মানে দায়িত্বশীলতা। অধিকাংশ বাঙালিই দায়িত্বশীল হইতে শিখে নাই। ইহা দুঃখজনক।

মিথ্যার আরো একটি বিপদ হইল–মিথ্যা বলিবার জন্য অনেক অধিক মানসিক শক্তি খরচ করিতে হয়। এই জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলিয়াছিলেন, 'সফল মিথ্যুক হইবার জন্য কাহারোই পর্যাপ্ত স্মরণশক্তি নাই।' যেইহেতু কাহারোই এমন স্মরণশক্তি নাই এবং মিথ্যা বলিবার এত শত বিপদ। সুতরাং সকল দিক দিয়াই সত্য বলাটাই উত্তম। এই জন্য মিথ্যাশ্রয়ীদের নিকট হইতে নগদ পাইলেই তাহা হাত পাতিয়া লইতে নাই। উহা আখেরে ক্ষতিরই কারণ হইবে।

কাসেম সোলাইমানির 'ডান হাত' হত্যার কি প্রতিশোধ নেবে ইরান?

ইন্টারনেটে সাইদ রাজি মৌসাভির উপস্থিতি ছিল না। ইরানের সেনাবাহিনী ও মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও তাঁকে পাওয়া যেত না। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ৩০ বছর ধরে মৌসাভির উপস্থিতির ঘটনা কোনো লুকোছাপার বিষয় ছিল না। ইরানের কুদস ফোর্সের জেনারেল কাসেম সোলাইমানির 'ডান হাত' বলে পরিচিত ছিলেন মৌসাভি। ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডসের শাখা কুদস ফোর্স ইরানের বাইরে অভিযানের জন্য পরিচিত। সিরিয়ায় আসাদ সরকারের সঙ্গে সখ্য ছিল মৌসাভির। ২০২১ সালের পর লেবাননে হিজবুল্লাহের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী ছিল। সিরিয়াতে তিনি জ্যেষ্ঠ কমান্ডার ছিলেন। এবারের বড়দিনে ইসরায়েলের হামলায় মৌসাভি সংবাদের শিরোনাম হন। ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান থেকে দক্ষিণ দামেস্কের সায়েদ জয়নব এলাকায় অবস্থিত ইরানের মূল সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়। এই হামলায় কমান্ডার মৌসাভি নিহত হন। মৌসাভির উপস্থিতি নীরব হলেও হামাসের সালেহ আল-আরৌরি সব সময় আলোচনার পাদপ্রদীপে ছিলেন।

হামাসের সামরিক শাখার প্রতিষ্ঠাতা ও পশ্চিম তীরে হামাসের অভিযানের তদারককারী ছিলেন তিনি। হামাসের উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন আল-আরৌরি।

ইসরায়েলের রাজনৈতিক চাপের কারণে আল-আরৌরি কাতার থেকে তুরস্ক, তুরস্ক থেকে লেবাননে অবস্থান করছিলেন। ইরানি কর্মকর্তা ও হিজবুল্লাহর সঙ্গে সখ্যর কারণে আল-আরৌরি কখনো দৃশ্যপট থেকে হাওয়া হয়ে যাননি। ইসরায়েলে ঢুকে ৭ অক্টোবর হামাস যে হামলা চালিয়েছিল, তার পরিকল্পনাকারী বলা হয় আল-আরৌরিকে। পণবন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগার থেকে ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের মুক্তির ক্ষেত্রেও (সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতি) আল-আরৌরির ভূমিকার কথা আলোচিত হয়।

২ জানুয়ারি বৈরুতের উপকণ্ঠে দাহিয়া অঞ্চলে হিজবুল্লাহর ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালায় ইসরায়েল। আল-আরৌরিসহ হামাসের আরও আরও দুজন জ্যেষ্ঠ কমান্ডার সেই হামলায় নিহত হন।

এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের দায় খুব কম ক্ষেত্রেই স্বীকার করে ইসরায়েল। ২০০৪ সালে হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা আহমেদ ইয়াসিনসহ আরও অনেকের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ইসরায়েলের সংশ্লিষ্টতার কথা শোনা যায়। ইরান ও হিজবুল্লাহ এবং আসাদ সরকারের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে বারবার করে হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল।

কিন্তু এবারে ইসরায়েল তাদের সামরিক অভিযানকে কেন্দ্র করে মৌসাভি ও আল-আরৌরির ওপর হামলা চালিয়েছে। এর মাধ্যমে হামাস, ইরান ও হিজবুল্লাহর দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ইসরায়েল বলছে, তারা যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গায় গিয়ে হামলা করতে পারে। তোমরা এর জবাবে কী করবে করো দেখি?'

ইসরায়েলের এই সরাসরি চ্যালেঞ্জের বিপরীতে এখন পর্যন্ত ইরান ও হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে জবাবটা খুব 'কড়া নয়'। ইসরায়েলের সঙ্গে তারা সরাসরি কোনো সংঘাতে জড়াতে চাইছে না।

মৌসাভির শেষকৃত্যে রেভল্যুশনারি গার্ডস কমান্ডার মেজর জেনারেল হোসেইন সালামি ঘোষণা করেন, 'জায়নবাদী শাসনের অবসানই হবে শহীদ সায়েদ রাজি হত্যার প্রতিশোধ।' এ বক্তব্যের পরপরই তিনি বলেন, 'এটা অর্জিত হবে মহান ও সম্মানিত ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের মধ্য দিয়ে।'

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি নির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপের কথা উল্লেখ না করেই বলেছেন, এই অপরাধের অবশ্যই জবাব দেওয়া হবে। জায়নবাদী অপরাধীদের অবশ্যই তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হবে।

হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ কণ্ঠেও একই প্রতিধ্বনি শোনা গেল। তিনি বলেছেন, হামাস নেতা আল-আরৌরি হত্যার মতো গুরুতর অপরাধের শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে।

ইরানের শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে হিজবুল্লাহ কমান্ডার সবার মনোভাব হলো, ইরানের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ শুধু ঝুঁকি নয়, সেটা হবে সম্ভাব্য আত্মঘাতী অভিযান।

৭ অক্টোবরের পর থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েলি সেনা ও হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের মধ্যে অসংখ্যবার পাল্টাপাল্টি ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ও রকেট হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ পর্যন্ত ১৩৭ জন হিজবুল্লাহ যোদ্ধা ও কয়েকজন ইসরায়েলি সেনা এসব হামলায় নিহত হয়েছেন।

এ ধরনের সংঘর্ষে শুধু সামরিক ক্ষেত্রে প্রভাব ছড়াবে তা নয়, লেবাননের অর্থনীতির ওপরও বড় ধাক্কা দেবে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, লেবানন সবচেয়ে বাজে অর্থনৈতিক সংকটের মুখে রয়েছে। দেশটির ৮০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে প্রায় অকেজো হয়ে পড়া লেবানন সরকারব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে এবং নৈরাজ্যে ডুবে যেতে পারে।

ধর্মতন্ত্র, সামরিকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে ইরান সরকারে বর্তমানে স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে চলা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিষেধাজ্ঞা এবং রেভল্যুশনারি গার্ডের মাত্রাতিরিক্ত স্বার্থের কারণে যে অব্যবস্থাপনা, তার ফলে ইরানের অর্থনীতি এখন পর্যন্ত ভঙ্গুর।

২০২২ সালে নারী স্বাধীনতার জন্য ইরানজুড়ে যে বিক্ষোভ সংঘটিত হয়, তা থেকে এই ইঙ্গিত মেলে যে বর্তমান সরকারের ওপর ইরানের লোকদের অসন্তোষ রয়েছে। যদিও সেই আন্দোলন নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে সম্প্রতি আমওয়াজ ডট মিডিয়ার করা এক প্রশ্নের জবাবে ইরানের জ্যেষ্ঠ একজন কর্মকর্তা বলেছেন, 'এটা কঠিন একটি সিদ্ধান্ত। তুমি যদি প্রতিশোধ নিতে যাও, তাহলেও নারকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। প্রতিশোধ না নিলেও নারকীয় পরিস্থিতি তৈরি হবে।'

এসব সীমাবদ্ধতার কারণে হামাস ও গাজার মানুষদের ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে মরতে ছেড়ে দেওয়াটাই ইরান ও হিজবুল্লাহর জন্য বেশি বাস্তবসম্মত সমাধান মনে হতে পারে।

সে ক্ষেত্রে ইরান মূলত গাজায় ইসরায়েলি হামলার যে মানবিক বিপর্যয়, সেই চিত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে বিজয়ী হওয়া যায়, সেই পথই বেছে নিয়েছে।

এই ফাঁকে ইরান একধরনের অপ্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু করেছে। ইরানের দিক থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন পাওয়া হুতি বিদ্রোহীরা লোহিত সাগরে বেসামরিক জাহাজে হামলা চালাচ্ছে।

লোহিত সাগরে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে। আমেরিকান সেনারা হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে হুতিদের তিনটি নৌকা ডুবিয়েও দিয়েছে। এরপরও হুতি বিদ্রোহীদের হামলার কারণে লোহিত সাগর দিয়ে সুয়েজ খাল রুটে অনেক জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। এ কারণে এক সপ্তাহের ব্যবধানে জাহাজে পরিবহন খরচ দ্বিগুণ হয়েছে।

সাত অক্টোবরের পর ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো ইরাক ও সিরিয়ায় আমেরিকান সেনাদের ঘাঁটিগুলোতে শতাধিক রকেট ও ড্রোন হামলা করেছে।

এর জবাবে যুক্তরাষ্ট্র ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ওপর ভয়াবহ হামলা করেছে। গত সপ্তাহে বাগদাদে হামলা চালিয়ে সশস্ত্র গোষ্ঠী আল-নুজাবার নেতাকে হত্যা করেন যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা।

এ প্রেক্ষাপটে ইরান সরকার অন্য কোনো দেশের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে অস্বস্তি বোধ করবে। ইসরালেরের সঙ্গে সীমান্তে হিজবুল্লাহ মাঝেমধ্যে ছোটখাটো সংঘাত অব্যাহত রাখবে। কিন্তু বড় কোনো সংঘাতে জড়াবে না।

কিন্তু এ ধরনের সংঘাতে চেইন রিঅ্যাকশন হওয়ার শঙ্কা থেকে যায়। সে ক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক সময় নতুন যুদ্ধক্ষেত্র চালু হয়ে যেতে পারে।

স্কট লুকাস অধ্যাপক, ক্লিনটন ইনস্টিটিউট, ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিন

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

> **কিন্তু এবারে ইসরায়েল তাদের সামরিক অভিযানকে কেন্দ্র করে মৌসাভি ও আল-আরৌরির ওপর হামলা চালিয়েছে। এর মাধ্যমে হামাস, ইরান ও হিজবুল্লাহর দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ইসরায়েল বলছে, তারা যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গায় গিয়ে হামলা করতে পারে। তোমরা এর জবাবে কী করবে করো দেখি?' ইসরায়েলের এই সরাসরি চ্যালেঞ্জের বিপরীতে এখন পর্যন্ত ইরান ও হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে জবাবটা খুব 'কড়া নয়'। ইসরায়েলের সঙ্গে তারা সরাসরি কোনো সংঘাতে জড়াতে চাইছে না।**

লেবাননকে কবজা করে নেওয়া কে এই হাসান নাসরাল্লাহ/৩

বিবিসি

প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল, হেজবুল্লাহ'র ওপর ইরানের প্রভাব কমে যাচ্ছে। তেহরানের ব্যাপক সমর্থন থাকা সত্ত্বেও, হেজবুল্লাহ'র সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করা চ্যালেঞ্জিং প্রমাণ হতে থাকলো। উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে ১৯৯১ সালে সুভি আল-তুফায়ালিকে হেজবুল্লাহ'র সেক্রেটারি জেনারেলের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। কারণ তিনি ইরানের সাথে হেজবুল্লাহর সংশ্লিষ্টতা বা সম্পর্কের বিরোধিতা করেছিলেন। তখন সুভি'র জায়গায় আব্বাস মোসাভিকে নিযুক্ত করা হয়।

তুফায়ালিকে সরিয়ে দেয়ার পর হাসান নাসরাল্লাহ দেশে ফিরে আসেন। তখন লেবাননে সিরিয়ার ভূমিকা নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়েছিলো। তিনি তখন পুরোপুরিভাবে হেজবুল্লাহ গ্রুপের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড', অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হয়ে গেলেন। নাসরাল্লাহ'র নেতৃত্বে হেজবুল্লাহ আব্বাস মোসাভি হেজবুল্লাহ'র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার এক বছরেরও কম সময়ের মাঝে ইসরায়েলি এজেন্টদের হাতে নিহত হন। একই বছর, ১৯৯২ সালে, এই গ্রুপের নেতৃত্ব হাসান নাসরাল্লাহর কাঁধে এসে পড়ে।

সে সময় তার বয়স হয়েছিলো ৩২ বছর এবং অনেকে মনে করেছিলেন, তাকে গোষ্ঠীটির প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করার কারণ হল, ইরানের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক। এমনকি, অনেক শিয়া আলেমদের দৃষ্টিকোণ থেকে তার পর্যাপ্ত ধর্মজ্ঞানেরও অভাব ছিলো। এইসব কারণে নাসরাল্লাহ পুনরায় তার পড়াশুনা শুরু করেছিলেন।

এদিকে, ক্ষমতা গ্রহণের পর হাসান নাসরাল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল লেবাননের নির্বাচনে 'হেজবুল্লাহ' সদস্যদের মনোনয়ন দেয়া। সৌদি আরবের মধ্যস্ততায় লেবাননের গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার একবছর পার হয়ে গেছে। তখন তিনি হেজবুল্লাহ'র সামরিক শাখার পাশাপাশি একটা রাজনৈতিক শাখা তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন।

ফলস্বরূপ, হেজবুল্লাহ প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে লেবাননের আটটি সংসদীয় আসন জিতে নেয়।

তখন বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে হেজবুল্লাহকে অভিযুক্ত করা হচ্ছিলো। আর্জেন্টিনার এএমআইএ ইহুদি কেন্দ্রে বোমা হামলা এবং আর্জেন্টিনায় ইসরায়েলি দূতাবাসে হামলা ঐ সময়ে ঘটেছিল।

এদিকে, লেবাননের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো তাইফ চুক্তিতে হেজবুল্লাহকে অস্ত্র রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সে সময় ইসরায়েল দক্ষিণ লেবানন দখল করে নিয়েছিল এবং দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইকারী সংগঠন হিসেবে হেজবুল্লাহ সশস্ত্র বাহিনী ছিল। মূলত, সেই থেকেই তাদের সশস্ত্র থাকার বিষয়টি যৌক্তিকভাবে বৈধতা পেয়ে যায়।

ইরানের আর্থিক সহায়তায় নাসরাল্লাহ তখন লেবাননের শিয়া সম্প্রদায়ের জন্য অনেক স্কুল, কলেজ, দাতব্য সংস্থার মতো জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড করে। এই তাইফ চুক্তি আজ পর্যন্ত চলমান আছে। সময়ের সাথে সাথে এটি লেবাননের শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ইসরায়েলের প্রত্যাহার এবং নাসরাল্লাহ'র জনপ্রিয়তা

২০০০ সালের দিকে ইসরায়েল ঘোষণা করে যে তারা লেবানন থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাবে এবং দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে দখলদারিত্বের অবসান ঘটাবে। হেজবুল্লাহ গোষ্ঠী এই ঘটনাকে একটি মহান বিজয় হিসেবে উদযাপন করেছিলো এবং তখন এই বিজয়ের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব নাসরাল্লাহকে দেয়া হয়েছিলো।

এই প্রথম ইসরায়েল একতরফাভাবে কোনওপ্রকার শান্তি চুক্তি ছাড়াই একটা আরব দেশের ভূখণ্ড ত্যাগ করে। ঐ অঞ্চলের অনেক আরব নাগরিক এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে মনে করেছিল।

যাই হোক, এই সময় থেকে হেজবুল্লাহর সশস্ত্র থাকার বিষয়টি লেবাননের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে ওঠে। লেবানন থেকে ইসরায়েলের প্রত্যাহার হেজবুল্লার সশস্ত্র থাকার বৈধতাকে ন্যায়সঙ্গত করে তুলেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল এবং বিদেশী শক্তি, উভয়ই গোষ্ঠীটির নিরস্ত্রীকরণের অনুরোধ করেছিল। কিন্তু এই অনুরোধে নাসরাল্লাহ কখনই সম্মত হননি। পরবর্তীতে তিনি ইসরায়েলের সাথে একটি বন্দী বিনিময় চুক্তি করেছিলেন এবং চারশো'রও বেশি লেবানিজ, ফিলিস্তিনি ও অন্যান্য আরব দেশের নাগরিককে মুক্ত করেন।

এই সময়ে নাসরাল্লাহকে আগের চেয়েও শক্তিশালী ও প্রভাবশালী মনে হয়। তখন লেবাননের রাজনীতিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে মোকাবেলা করতে এবং তার প্রভাব ও ক্ষমতার সম্প্রসারণ রোধ করতে একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল।

হারিরি হত্যা ও সিরিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহার

কিন্তু ২০০৫ সালে লেবাননের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরিকে হত্যার পর জনমত পাল্টে যায়। রফিক হারিরিকে সৌদি আরবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যিনি হেজবুল্লাহর শক্তির উত্থান রোধে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। সিরিয়া ও লেবাননের ভেতরে জনরোষ গিয়ে পড়ে হেজবুল্লাহ গোষ্ঠী এবং এর প্রাথমিক সামরিক সমর্থক লেবাননে থাকা সিরিয়ার বাহিনীর ওপর। কারণ হারিরির হত্যার জন্য এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিলো। বৈরুতে বিরোধী দলের বিশাল বিক্ষোভের কারণে সিরিয়া ঘোষণা দেয় যে তারা দেশটি থেকে তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করবে।

চলবে...

প্রথম নজর

তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে সংঘবদ্ধ শপথ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহিষাদল

আপনজন:রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নির্দেশে ও তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে মহিষাদল এর প্রজ্ঞানন্দ ভবনে সংঘবদ্ধ শপথ সভা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এদিন জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী শিবানী দে কুণ্ড এই সভার ডাক দেন।দীর্ঘদিন পর সভা,প্রজ্ঞানন্দ ভবনে সভায় মহিলাদের ভিড় উপচে পড়ে,এদিন এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের তথা রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি নিয়ে প্রচারে নাম তে হবে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি এদিন রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি নিয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন। তৃণমূল নেত্রী মালারায় বলেন ব্লকে ব্লকে পাড়ায় পাড়ায় কমিটি গড়তে গিয়ে কেবল মহিলাদের নাম রাখলেই হবে না। মহিলাদের যোগ্য সম্মান দিয়ে তাঁদের অংশ নেওয়া নিশ্চিত করতে হবে।তমলুক সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী শিবানী দে কুন্ডু বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা, ১০০দিনের কাজের প্রাপ্য টাকা না দেওয়া,বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মহিলাদের অসম্মান জনক মন্তব্য তার প্রতিবাদে এই সংঘবদ্ধ শপথ সভা।সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য,রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা নেত্রী মালা রায়,তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য মহিলা সহ-সভানেত্রী জুঁই বিশ্বাস,রাজ্যের কারা মন্ত্রী অখিল গিরি,তমলুক বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক অধ্যাপক ড.সৌমেন কুমার মহাপাত্র, মহিষাদল বিধানসভার বিধায়ক তিলক কুমার চক্রবর্তী, নন্দকুমার বিধানসভার বিধায়ক সুকুমার দে,তমলুক সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী শিবানী দে কুণ্ড, তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেক আজগর আলী,তমলুক সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অসিত ব্যানার্জি সহ অনেকেই।

রমজানিয়া মারকাজের ইজতেমা মগরাহাটে

মনজুর আলম ও ওয়ারিশ লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাট রমজানিয়া মারকাজের বাৎসরিক সালানা ইজতেমার জন্য প্রস্তুতি চলছে হলুদবেড়িয়া পার্শ্বস্থ ময়দানে । গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মগরাহাট রমজানিয়া মার্কাস ভারতবর্ষের দ্বিতীয় মারকাজ, এই মারকাজ থেকে প্রথম পায়ে হেঁটে বিদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল জামাত দল। হযরত মাওলানা আব্দুল হক রহমাতুল্লাহ আলাইহির এই মারকাজের জিম্মাদার ছিলেন। প্রায় ৮০ বছর ধরে তবলিগ জামাতের কাজ হচ্ছে এই মারকাছ থেকে। মগরাহাট তথা রাজ্যবাসীর কাছে এটি পুরাতন মারকাজ নামে পরিচিত। ২০, ২১ও ২২ এ জানুয়ারি এই তিন দিন হবে এস্তেমা। ইজতেমা সূত্রে জানা গিয়েছে প্রায় লক্ষাধিক মুসুলির সমাগম হবে এই এসতেমাতে, রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জামাত আসবে এই এস্তেমার উদ্দেশ্যে । প্রায় ১০০ বিঘা জমি জুড়ে তারই প্রস্তুতি চলছে, প্রায় দেড় মাস আগে থেকে চলছে তারই প্রস্তুতি, প্রতিদিন ১০০ এর অধিক শ্রমিক কাজ করছে বিভিন্ন জায়গায়। চলছে, রাত্রিযাপনের জায়গা, অজুখানা, টয়লেট, রান্না করার জায়গা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই এস্তেমার আশেপাশে কোন দোকানপাট বসা নিষিদ্ধ। এস্তেমা চত্বরে কমিটির উদ্যোগে বিনামূল্যে স্টলের ব্যবস্থা থাকবে, এস্তেমাতে আসা মুসল্লিদের জন্য বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে।

কোচবিহারে তিনদিনের তবলিগি ইজতেমা

কোচবিহার জেলার এক নং ব্লকের সুকটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত তাবলিগ জামাতের সুকটাবাড়ী মারকাজ। করোনা আবহে ও অন্যান্য কারণে দীর্ঘ কয়েক বছর তাবলিগ জামাতের বড় ইজতেমা বন্ধ ছিল। বুধবার থেকে তিন দিনের এই ইজতেমা শুরু হয়েছে। চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গের চারটি জেলার ইসলাম অনুসারীদের হাজার হাজার মানুষ এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেছে।

‘হয় কাজ দিন, না হয় মৃত্যু দিন’ স্লোগানে বিক্ষোভ আপদ মিত্রদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: “হয় কাজ দিন, না হয় মৃত্যু দিন” স্লোগান তুলে বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতর চত্বরে শুয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আপদ মিত্ররা ।

হয় কাজ দিন, নাহলে আমাদের মৃত্যু দিন। এই স্লোগান তুলে জেলা শাসকের দফতর চত্বরে শুয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আপদ মিত্র হিসাবে নিযুক্ত কর্মীরা। আজ বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতরের এই ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে জেলা শাসকের দফতর চত্বরে। কাজ না পেলে এবার আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাঁকুড়ায় নিযুক্ত আপদ মিত্ররা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ২০২০ সালে প্রতিটি ব্লকে দশ জন করে আপদ মিত্র স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগের উদ্যোগ নেয় রাজ্য সরকার। বাঁকুড়া জেলায় প্রায় ১৪০ জন আপদ মিত্র নিয়োগ করা হয়। নিয়োগের পর কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এনডিআরএফ এর কাছে বিপর্যয় মোকাবিলার প্রশিক্ষণও নেয় এই আপদ মিত্ররা। রাজ্য সরকার জানিয়েছিল মহামারী, দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে এই আপদ মিত্রদের কাজ দেওয়া হবে। দৈনিক কাজের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অঙ্কের ভাতা দেওয়া হবে আপদ মিত্রদের। কিন্তু প্রায় চার বছর কেটে গেলেও বাঁকুড়া জেলায় এখনো আপদ মিত্রদের কোনো কাজ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত সমস্যায় বাঁকুড়া জেলার আপদ মিত্ররা। আপদ মিত্রদের দাবী উপযুক্ত প্রশিক্ষণের পর বারেবারে জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন নিবেদন করেও গত চার বছরে একদিনও কাজ মেলেনি। অথচ কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই মাসের পর মাস ভাতার বিনিময়ে কাজ করে যাচ্ছেন সিভিক কর্মীরা। অবিলম্বে কাজের দাবীতে এবার বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতরের সামনে শুয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন আপদ মিত্ররা।

লাখ টাকা মূল্যের ইকবাল স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন মহিউদ্দিন সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

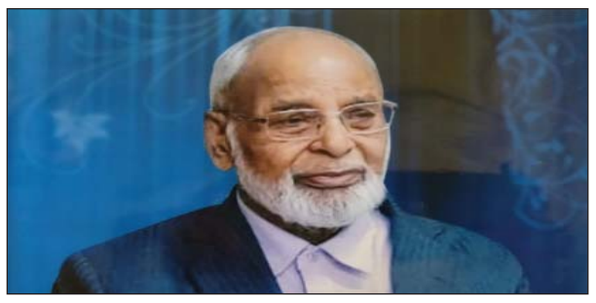

আপনজন: আগামী ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ শুক্রবার বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সুবিশাল ময়দানের সেন্ট্রাল পার্ক, সল্টলেকের প্রেস কর্নারে ‘উদার আকাশ আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল স্মৃতি পুরস্কার’ এ ভূষিত ও সম্মানিত হতে যাচ্ছেন কৃতী ও বরেণ্য লেখক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব, মহিউদ্দিন সরকার। ইসলামের উপর লেখা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রণেতা হচ্ছেন জনাব মহিউদ্দিন সরকার। সমৃদ্ধ এই আয়োজনটির শুভ উদ্বোধনে প্রখ্যাত কবি ও পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির সভাপতি সুবোধ সরকার উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদের প্রেসিডেন্ট ড. গৌতম পাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, প্রাক্তন সাংসদ ততা বিশিষ্ট লেখক ড. মইনুল হাসান, বারাসাত বিধানসভার বিধায়ক ও চলচ্চিত্র অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, বিশিষ্ট লেখক দেবাশিস পাঠক এবং ওপার বাংলার বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও প্রকাশক মোঃ আবু সাঈদ, লেখক মুরারীশংকর বিশ্বাস, কাজী নজরুল ইসলাম পরিবারের সদস্য বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী নূপূর কাজী প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ। যথারীতি, সেদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে, উদার আকাশ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

সোমঋতা মল্লিকের পরিচালনায় শতকণ্ঠে কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক সংগীত ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ পরিবেশিত হবে বলে জানা গেছে। আলোচিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটির এক অনন্য সুন্দর বিষয় হল দুই বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির জোয়ারকে একই গতিতে ধাবমান করে তোলা। উল্লেখ্য, উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক কবি ফারুক আহমেদের আমন্ত্রণে ওপার বাংলার গবেষক ও প্রকাশক মোঃ আবু সাঈদের উপস্থিতি উক্ত অনুষ্ঠানকে আরও বেগবান করে তুলবে বলে দুই বাংলার সাহিত্যমনাদের বিশ্বাস। দুই বাংলার মাঝে সুস্থধারার সাহিত্যচর্চার এই রোডম্যাপ তৈরি করে নিতে মোঃ আবু সাঈদ ও ফারুক আহমেদ সর্বদাই নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনের পাশাপাশি নিরন্তর পরিশ্রম করে চলেছেন। উল্লেখ্য, জনাব মহিউদ্দিন সরকার তাঁর ‘ইসলামের পরিচয়’ নামক মূল্যবান গ্রন্থটির জন্য পুরস্কৃত হতে যাচ্ছেন। ভারতীয় অর্থমূল্যে যার অঙ্ক ১ লক্ষ ১ টাকা মাত্র।

বিলকিস মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জামায়াতের

আপনজন ডেস্ক: বিলকিস বানোকাণ্ডে অপরাধীদের পুনরায় জেলে পাঠাতে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানাল জামাআতে ইসলামী হিন্দ। সংগঠনের সর্বভারতীয় সেক্রেটারি রহমাতুন্নিসা এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, বিলকিস-সহ তার পরিবারের একাধিক মহিলাকে গণধর্ষণ এবং গণহত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত অপরাধীদের সাজা মকুব করে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছিল গুজরাট সরকার। এই মর্মে সুপ্রিম কোর্ট গুজরাট সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করে রায় দিয়েছে, ১১জন অপরাধীকে পুনরায় জেলেই পাঠাতে হবে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এই ইনসাফপূর্ণ রায়কে জামাআতে ইসলামী হিন্দের তরফে স্বাগত জানিয়ে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি রহমাতুন্নিসা আরও বলেছেন, এটা সত্যিই খুব বিরক্তিকর যে, গুজরাট সরকার তথ্য গোপন করে অপরাধীদের সাজা মকুব করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সঙ্গে প্রতারনা করেছে। এমন একটা গুরুতর ফৌজদারি অপরাধে আদালতের তরফে ঘোষিত সাজা মকুবের মাধ্যমে আইনের অনুশাসনকে লংঘন করে গুজরাট সরকার খুবই লজ্জাজনক ও গরহিত কাজ করেছে। ক্ষমতাসীন বিজেপি দল গুজরাট সরকারের পক্ষে দেশবাসীকে ভুল ব্যাখ্যা ও সাফাই দিয়ে চলেছে, যা চরম হাস্যকর এবং ক্ষমতার অপব্যবহারকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

রহমাতুন্নিসা আরও বলেন, জামাআতে ইসলামী মনে করে বিলকিস বানো মামলায় অপরাধীদের সাজা মকুব এখন সুপ্রিম-রায়ে ব্যুমেরাং হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট নির্বাচনী কেন্দ্রকে তুষ্ট করে হীন রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছিল। যা চরম আপত্তিজনক। সেই সময়েই জামাআতে ইসলামী এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল বলেও জানান তিনি। এও বলেন, গণধর্ষণ ও গণহত্যার মতো গরহিত ও স্পর্শকাতর অপরাধের আসামীদেরকে এভাবে মুক্তি দিয়ে আদালতের রায়কে পদদলিত করা মানে বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। একইসঙ্গে এটা আইন ও প্রশাসনের প্রতি দেশবাসীর আশা এবং আস্থা-ভরসার মূলে কুঠারাঘাত করার শামিল। তাঁর কথায়, আইন সবার জন্য সমান এবং সুবিচার সবার জন্য কাম্য – এটাই সংবিধানের মূল নীতিমালা।

সাংসদ প্রতিমা মেটালেন রাস্তা সংস্কার সমস্যা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের হস্তক্ষেপে অবশেষে কাটলো জট।জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত রেলগেট থেকে দক্ষিন বারাশত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজে যাওয়ার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। রেলের অধীনে থাকা এই রাস্তা সংস্কার হচ্ছিল না। সম্প্রতি জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল লোকসভায় এই রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলে রেলমন্ত্রীকে চিঠিও দিয়েছিলেন আর তারপরে দপ্তর থেকে মিললো রাস্তা সংস্কার অনুমোদন। শুক্রবার রাত থেকে সেই কাজ শুরু হলো।সম্প্রতি রাস্তার কাজ কেমন হচছে তা পরিদর্শন করেন সাংসদ। কথা বলেন রেলের আধিকারিকদের সাথে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন ট্রেন থেকে নেমে ও ট্রেন ধরার জন্য কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। পাশাপাশি কলেজ পড়ুয়াদের প্রধান রাস্তা ছিল। এটির সংস্কারের খুব প্রয়োজন ছিল। এ ব্যাপারে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল বলেন, আমার সাংসদ তহবিলের অর্থে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেরামত করা হয়েছিল। রাসবতা খারাপ হওয়ায় পরে রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিই। তারপরেই রেল থেকে এই রাস্তার অনুমোদন দেয়।

স্কুলে বেআইনি নিয়োগ মামলায় গ্রেফতার হলেন প্রাক্তন ডিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: বেআইনিভাবে শিক্ষক নিয়োগের মামলায় সিআইডির হাতে গ্রেফতার হলেন প্রাক্তন ডি আই এবং খামারচক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক কুমার হাটুয়া। বুধবার সিআইডি তমলুকের খামারচক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক কুমার হাটুয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরের প্রাক্তন ডিআই (মাধ্যমিক) চাপেশ্বর সর্দারকে গ্রেফতার করে হাইকোর্টের নির্দেশে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বর্তমান ডিআই শুভাশিস মিত্র তমলুক থানায় এফআইআর করেছিলেন। সেই এফআই আর এ তত্কালীন ডিআই স্কুলের প্রশাসক এবং প্রধান শিক্ষকের নাম ছিল।

প্রধান শিক্ষক অশোক কুমার হাঁটুয়া তাঁর ভাইপো শুভেন্দু হাঁটুয়াকে নিজের স্কুলের নিয়ম বহির্ভূতভাবে ২০১৭ সালে নিয়োগ করে। সেই ঘটনায় সিআইডি এই দিন প্রধান শিক্ষক ও তত্কালীন ডিআইকে গ্রেফতার করে। দু'জনকে বৃহস্পতিবার তমলুক জেলা আদালতে পেশ করা হয়। সিআইডি তরফ থেকে জানানো হয়েছে ১৪ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতের নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে জেলা আদালতে। এই ঘটনায় প্রধান শিক্ষক অশোক কুমার হাটুয়ার বন্ধু তপন শাসমল বলেন, আমাদের তো এ বিষয়ে কিছু বলার নেই। আইন যেভাবে চলছে,সেভাবে চলবে। আইনের ওপর কেউ নয়। তিনি জানান, ২০১৪ সালে দুজন নিয়োগ হয়েছেন।ডিআই ২০১৮ সালে 'অ্যাপ্রুভাল' দিয়েছিলেন। সেই মতো দুই শিক্ষক কাজও শুরু করে দেন।পরবর্তী ডিআই আগেই 'অ্যাপ্রুভাল' নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রধান শিক্ষকের বন্ধুর বক্তব্য,এই মামলা এসএসসি মামলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

তবে যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে,তিনি প্রধান শিক্ষকের ভাইপো নন। কিন্তু হাঁটুয়া পদবী বলে অনেকেই মনে করছেন ভাইপো।

সবলা মেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি বিভাগ ও রামপুরহাট মহাকুমা করনের যৌথ উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠী উৎপাদিত উৎকৃষ্ট গুণমানের বস্ত্র সম্ভার, হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য, চর্মজাত সামগ্রী, কৃত্রিম অলঙ্কার এবং বিচিত্র প্রকার দ্রব্য সম্ভারের প্রদর্শন ও বিপণনের উদ্দেশ্যে রামপুরহাট পৌর ময়দানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি দপ্তর আয়োজিত "বীরভূম জেলা সবলামেলা ২০২৩ - ২৪" এর শুভ উদ্বোধন হয় বৃহস্পতিবার।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।মেলা চলবে আগামী ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বলে জানা যায়।এদিন মেলার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।এছাড়াও ছিলেন রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার ড: আশিস ব্যানার্জি,জেলা শাসক বিধান রায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।

জেলা শাসক বিধান রায় তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন গত ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দেখা যায় প্রতি এক হাজার জন পুরুষ পিছু মহিলার সংখ্যা ছিল ৯৫৬ জন।

কিন্তু সম্প্রতি ২০২৩-২৪ এ বিশেষ রিপোর্টে দেখা গেছে এক হাজার পুরুষ পিছু মহিলার সংখ্যা ৯৮৭ জন। মানুষের যেমন দুটি পা। তেমনি সমাজের দুটি অংশ,একটি পুরুষ এবং অপরটি হচ্ছে নারী। দুটি পা সমানভাবে শক্তিশালী হলে সামনের দিকে এগোতে পারি, হাঁটতে পারি, ছুটতে পারি, অগ্রসর হতে পারি।তেমনি আমাদের সমাজের যদি দুটি অংশ শক্তিশালী হয় তাহলে সমাজের অর্থনীতি মজবুত হবে।

জমিয়তে বাংলার শীতবস্ত্র বিতরণ ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

আপনজন ডেস্ক: জমিয়তে বাংলার শীতবস্ত্র বিতরণ ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাড়োয়া চৌমাথা মোড়ে অনুষ্ঠিত হল জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা ফুরফুরা শরীফের ডাকে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের উপর দখলদার ইসরাইলের এর বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পবিত্র কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত ভাষণ দেন জমিয়ে ওলামা বাংলার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সাহেব। সংগঠনের সভাপতি ফুরফুরা শরীফের পীর ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকী বলেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের উপর অত্যাচার এবং হত্যা করছে ইতিহাস বলছে ইতিপূর্বে বহু জালেম নেতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব নিরীহ ফিলিস্তিনিদের উপর যারা অত্যাচার করছে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। পীর ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকী বলেন জমিয়েতি উলামায়ে বাংলা বিগত ১০০ বছর ধরে একদিকে যেমন ধর্মীয় প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় আছে তেমনি দেশ ও জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আবু বকর সিদ্দিকী রহ. একদিকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লড়াই করেছেন অপরদিকে শত শত নিষ্ঠাবান নাগরিক গড়ে তোলার জন্য আমৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন। অনুষ্ঠানে নবাবিয়া মিশনের সম্পাদক সাহিদ আকবর সাহেব বলেন জমিয়তে উলামায়ে বাংলা দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য সারা বাংলার বুকে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মাওলানা গোলাম মোস্তফা আমিনি জমিয়তের কোষাধক্ষ য মহম্মদ হাসান আলী সহ বহু বিশিষ্টজনের। এদিন ৫০০ জনকে শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

‘মাই ভারত’ শীর্ষক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ‘মাই ভারত-বিকশিত ভারত’ শীর্ষক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো বৃহস্পতিবার। ভারত সরকারের অধীনস্থ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নেহরু যুব কেন্দ্রের বালুরঘাট শাখার আয়োজনে ও পরিচালনায় এই বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বালুরঘাট শহরের দীপালী নগর নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাবে আয়োজিত এদিনের এই বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ১৫-২৯ বছরের প্রায় ১০ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য ৭ মিনিট করে সময় দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে বিশাল চন্দ্র রায়, দ্বিতীয় কৃতিকা বর্মন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে প্রতাপ সরকার।

ঘন কুয়াশার রাতে হাতির তাণ্ডব গ্রামে

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: ঘন কুয়াশার রাতে হাতির তাণ্ডব গ্রামে। খেয়ে গেল ঘরে মজুত রাখা ধান, নষ্ট করল কলাবাগান, গুড়িয়ে দিল আটটি বাড়ি। চাঞ্চল্য ছড়ালো জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকের পূর্ব মাগুরমাড়ি এলাকায়। এলাকাবাসী মারফত খবর বুধবার গভীর রাতে কুয়াশার মধ্যে আচমকায় গ্রামে ঢুকে পড়ে একটি দলছুট দাঁতাল তাণ্ডব চালায়। একের পর এক ঘর গুঁড়িয়ে দেয়। ভাগ্যের জোরে পালিয়ে প্রাণ বাঁচেন এক বাড়ির মহিলা ও শিশু। স্থানীয়দের দাবি পাশে সোনাখালীর জঙ্গল থেকে একটি হাতি গ্রামে চলে আসেন সেই সময় গভীর নিদ্রায় ছিলেন সকলেই। আচমকায় বিকট শব্দের সাথে কেঁপে উঠে ঘর ঘুমিয়ে থাকা বাড়ির লোকজনেরা প্রথমে ভেবেছিলেন বাঘ ঢুকেছে অথবা ভূমিকম্প তবে ঘুমের ঘোর কাটতেই বুঝতে পারেন হাতি হামলা চালাচ্ছে। এরপরেই ঘুমিয়ে থাকা সন্তানকে কোলে নিয়ে দৌড়ে প্রাণে বাঁচেন তারা। গ্রামের লোকজন শব্দ শুনে সবাই ঘরের বাইরে আসেন এবং দেখতে পায় একটি দাঁতাল হাতি । তারপরে খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে। বনকর্মীরা পৌঁছানোর আগেই হাতিটি আটটি বাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়।

৮ গোলের আরব্য রোমাঞ্চ জিতে ফাইনালে রিয়াল

আপনজন ডেস্ক: শেষ বাঁশি বাজার পর মুভিস্টার প্লাসকে কার্লো আনচেলত্তির বলা কথাগুলো শুনলেই বোঝা যায় মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেমন ছিল, ‘অসাধারণ! তবে এমন ম্যাচ আমরা উপভোগ করি না। ধকল যায় অনেক বেশি। খুব শক্তিশালী দুই দল মাঠে নিজেদের সর্বস্ব নিংড়ে দিয়েছে।’ খুবই সত্য কথা। মাঠে খেলোয়াড়দের নিংড়ে দেওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে স্কোরলাইন। গতকাল রাতে সৌদি আরবের রিয়াদের আল আওয়াল স্টেডিয়ামে স্প্যানিশ সুপার কাপ সেমিফাইনালে ‘মাদ্রিদ ডার্বি’তে দেখা গেল ৮ গোলের রোমাঞ্চ, যেখানে ৫-৩ ব্যবধানে জয়ী রিয়াল। সেটাও ম্যাচে দুবার পিছিয়ে পড়ে তুলে নেওয়া জয়! আনচেলত্তি কি সাধেই বলেছেন, ধকল যায় অনেক বেশি! অবশ্য তাতে দর্শকদের পয়সা উশুল। ‘আরব্য রজনী’র গল্পের মতোই রোমাঞ্চ উপহার দিয়েছে এই ম্যাচ। সম্ভবত স্প্যানিশ মৌসুমে এখন পর্যন্ত হওয়া ম্যাচগুলোর মধ্যেই সেরা। সেমিফাইনালের অপর ম্যাচে বার্সেলোনা ও ওসাসুনার মধ্যে জয়ী দল রোববার ফাইনালে রিয়ালের মুখোমুখি হবে। সেমিফাইনালে তাকিয়ে সে ম্যাচের প্রস্তুতি নেবে রিয়াল। ম্যাচের শুরুতে পিছিয়ে পড়া, আত্মঘাতী গোল–এসব বিষয় শুধরে নেওয়ার সুযোগ আছে। আতলেতিকো মাদ্রিদ মারিও হেরমোসোর হেড থেকে করা গোলে ৬ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল। ২০ মিনিটে লুকা মদরিচের কর্নার থেকে আন্তোনি রুডিগারের গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। ৯ মিনিট পরই ফেরলাঁ মেন্দির গোলে এগিয়েও গিয়েছিল আনচেলত্তির দল। কিন্তু আঁতোয়ান গ্রিজমান ভেবে রেখেছিলেন অন্য কিছু। ৩৭ মিনিটে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দূরপাল্লার শটে গোল করেন ফরাসি তারকা। এই গোলে আতলেতিকো প্রথমার্ধে শুধু সমতা নিয়েই মাঠ ছাড়েননি, রেকর্ডের দেখা পেয়েছেন গ্রিজমানও। আতলেতিকো মাদ্রিদের ইতিহাসে লুইস আরাগোনাসকে টপকে সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন গ্রিজমান (১৭৪)। বিরতির পর ম্যাচের ৭৮ মিনিটে রুডিগারের আত্মঘাতী গোলে আবারও এগিয়ে গিয়েছিল আতলেতিকো। ম্যাচে দু-তিনটি ভালো সেভ করলেও গোলকিপার কেপা আরিজাবালাগার খামতি ছিল এই গোলে। বলটা ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে পারেননি। ৭ মিনিট পরই দানি কারভাহালের গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও জুড বেলিংহামের শট রুখে দেওয়ার পর ফিরতি বলে গোল করেন কারভাহাল। নির্ধারিত সময় ৩-৩ সমতায় শেষ হলে খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচের ১১৬ মিনিটে স্টেফান সাভিচের আত্মঘাতী গোলে কপাল পোড়ে আতলেতিকোর। আর ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্তে প্রতি-আক্রমণ থেকে শেষ গোলটি করেন ব্রাহিম দিয়াজ। সমতায় ফিরতে মরিয়া আতলেতিকো গোলকিপার ইয়ান ওবলাক রিয়ালের বক্সে ছুটে গিয়েছিলেন কর্নার থেকে গোল করার আশায়।

ক্রিকেট থেকে অবসর না নিয়েই কোচ হয়ে গেলেন কার্তিক

আপনজন ডেস্ক: ভারতের উইকেটক্ষর-ব্যাটার দীনেশ কার্তিক এখনো ক্রিকেট থেকে অবসর না নিলেও কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করে দিয়েছেন। ইংল্যান্ডের ‘এ’ দল বা ইংল্যান্ড লায়ন্সের ব্যাটিং পরামর্শক হিসেবে দেখা যাবে তাঁকে। তবে দীর্ঘমেয়াদি নয়, স্বল্প সময়ের জন্য এই দায়িত্ব পালন করবেন কার্তিক। ভারতের হয়ে নিয়মিত মাঠে নামার সুযোগ হয় না কার্তিকের। এ জন্য বিভিন্ন সময় ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে তাঁকে। এবার নতুন অধ্যায় শুরু কার্তিকের। চলতি মাসে ইংল্যান্ড লায়ন্স চার দিনের তিনটি ম্যাচ খেলতে ভারত সফর করবে। এই সফরে সফরকারীদের ব্যাটিং পরামর্শক হিসেবে দেখা যাবে কার্তিককে। জানা গেছে, মাত্র ৯ দিনের জন্য এই দায়িত্ব পালন করবেন কার্তিক। মূলত স্থানীয় কন্ডিশন নিয়ে ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি ইংলিশদের ব্যাটিং নিয়ে কাজ করবেন এই ভারতীয় ক্রিকেটার। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘দীনেশ কার্তিককে আমাদের প্রস্তুতির সময় এবং প্রথম (চার দিনের) টেস্টে আমাদের সঙ্গে পাওয়া বেশ দুর্দান্ত ব্যাপার। আমরা নিশ্চিত ছেলেরা তার সঙ্গে সময় কাটাতে এবং ভারতে টেস্টে সফল হতে যা লাগবে, তার (কার্তিকের) অভিজ্ঞতা থেকে সেটা পেয়ে উপকৃত হবে।’ মূলত লায়ন্সের ব্যাটিং পরামর্শক ইয়ান বেলের সাময়িক বিকল্প হিসেবেই কার্তিককে বেছে নিয়েছে ইসিবি। বেল আপাতত বিগ ব্যাশের দল মেলবোর্ন রেনেগেডসের সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করছেন।

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনাকে শাস্তি দিল ফিফা

আপনজন ডেস্ক: গত নভেম্বরে মারাকানায় বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে মুখোমুখি হয় ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বৈরথ মাঠে গড়ানোর আগে উত্তাপ ছড়ায় গ্যালারিতে। জাতীয় সংগীতের সময় ব্রাজিলিয়ান সাপোর্টারদের সঙ্গে মারামারি বাঁধে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের। ঘটনার তদন্ত শেষে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন এবং আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে (এএফএ) অর্থ দণ্ড দিয়েছে ফিফা। গত ২২শে নভেম্বর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে নিকোলাস ওটামেন্ডির গোলে ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারায় আর্জেন্টিনা। মারাকানায় সেই ম্যাচের আগে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের সমর্থকরা। পরিস্থিতি সামলাতে আর্জেন্টাইন সাপোর্টারদের লাঠিচার্জ করে ব্রাজিলিয়ান পুলিশ। এতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীদের ওপর চেয়ার ছুঁড়ে মারে আর্জেন্টাইনরা। সেই ম্যাচের পরই ফিফা ঘটনার তদন্তের কথা জানিয়েছিল। তদন্ত শেষে বুধবার রাতে শাস্তির ঘোষণাও দেয় বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে, ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনকে (সিবিএফ) ৫০ হাজার সুইস ফ্রাঁ বা ৬৪ লাখ ৩৬ হাজার টাকা এবং আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে (এএফএ) ২০ হাজার সুইস ফ্রাঁ বা ২৫ লাখ ৭৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। স্টেডিয়ামের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় বেশি শাস্তি হয়েছে ব্রাজিলের। আর আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে স্টেডিয়ামে শৃঙ্খলার কমতি খুঁজে পেয়েছে ফিফা। তবে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের অন্য দুই ম্যাচে আর্জেন্টাইন সমর্থকেরা ইকুয়েডর ও উরুগুয়ের সাপোর্টারদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করায় এএফএকে আরো ৫০ হাজার সুইস ফ্রাঁ (৬৪ লাখ ৩৬ হাজার টাকা) জরিমানা করা হয়েছে। এই অর্থ বৈষম্যবিরোধী শিক্ষা প্রকল্পে ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছে ফিফা। অর্থাৎ, সিবিএফের চেয়ে বেশি জরিমানা গুণতে হচ্ছে এএফএকে।

কোহলিকে চেনেন না রোনাল্ডো

আপনজন ডেস্ক: বিরাট কোহলি বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাথলেটদের একজন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে অনুসারীর সংখ্যা ২৫ কোটি পেরিয়েছে কোহলির। এখন অনুসারীর সংখ্যা ২৬ কোটি ৫০ লাখ। ইনস্টাগ্রামে ক্রিকেটারদের মধ্যে কোহলির অনুসারীই সবচেয়ে বেশি, সব মিলিয়ে অ্যাথলেটদের মধ্যে অনুসারীর সংখ্যায় কোহলি আছেন শীর্ষ পাঁচেই। গত বছর আগস্টে ইনস্টাগ্রাম শিডিউলিং টুল হপার এইচকিউ একটি তালিকা করেছিল–অভ্যন্তরীণ এবং উন্মুক্ত সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে করা সেই তালিকা অনুযায়ী গত বছর ক্রিকেটার তো বটেই, ভারতীয়দের মধ্যেই ইনস্টাগ্রামের প্রতি পোস্ট থেকেও সবচেয়ে বেশি আয় ছিল কোহলির। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খেলাধুলার জগতে কোহলির মতো জনপ্রিয় তারকা যে খুব বেশি নেই, তা বলাই যায়। এর পাশাপাশি আরেকটি সম্পূরক তথ্যও জানিয়ে রাখা ভালো–গত ডিসেম্বরে একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল গুগল। গত ২৫ বছরে যে তারকাদের সবচেয়ে বেশি খোঁজা হয়েছে, সেসব তারকার তালিকা। আর এ তালিকায় ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খোঁজা হয়েছে কোহলিকে। কোহলি জনপ্রিয়, তা নিয়ে সংশয় নেই। তবে রোনাল্ডো ঠিক ভারতীয় ক্রিকেট তারকাকে চেনেন না। এই রোনাল্ডো অবশ্য পর্তুগালের ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো নন। তিনি জোসে মরিনিওর ‘আসল রোনাল্ডো’–ব্রাজিলের হয়ে দুবার বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি রোনাল্ডো লুইস নাজারিও দি লিমা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ গতকাল একটি ভিডিও পোস্ট করেন জনপ্রিয় ইউটিউবার স্পিড। সেখানে রোনাল্ডোর সঙ্গে আড্ডাসুলভ আলাপচারিতায় উঠে এসেছে ভারতীয় তারকার প্রসঙ্গ। স্পিড রোনাল্ডোর কাছে জানতে চান, ‘তুমি বিরাট কোহলিকে চেনো?’ রোনাল্ডোর উত্তর, ‘কে?’ স্পিড ধরিয়ে দেন, ‘ভারতের বিরাট কোহলি।’ রোনাল্ডো এককথায় উত্তর দেন, ‘না।’ স্পিড এবার বেশ অবাক হয়ে বলেন, ‘তুমি বিরাট কোহলিকে চেনো না!’ বার্সেলোনা, ইন্টার মিলান ও রিয়াল মাদ্রিদ মাতানো কিংবদন্তির চাহনি দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কোহলি লোকটা কে–তিনি মনে করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বিফল মনোরথে স্পিডকে পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চান, ‘সে কে? খেলোয়াড়?’ স্পিড ততক্ষণে মুঠোফোনে কোহলিকে চেনানোর চেষ্টা করছিলেন রোনাল্ডোকে, এর পাশাপাশি বলছিলেন, ‘সে ক্রিকেট খেলোয়াড়।’ রোনাল্ডো উত্তর দেন, ‘সে এখানে (ব্রাজিলে) তেমন জনপ্রিয় না।’ স্পিড এরপর রোনাল্ডোকে বোঝানোর সুরে বলেন, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সেরা। সে বাবর আজমের মতো।’ স্পিড এরপর কোহলির ছবি দেখিয়ে দুবার ব্যালন ডি’অরজয়ীর কাছে জানতে চান, ‘তুমি তাকে কখনো দেখোনি?’ রোনাল্ডোর এক শব্দে উত্তর, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই।’ অর্থাৎ কোহলির ছবি দেখেছেন, তবে ভুলে গেছেন। এরপর দুজনই হেসে ফেলেন। জনপ্রিয় ইউটিউবার ‘আইশোস্পিড’-এর আসল নাম ড্যারেন ওয়াটকিনস জুনিয়র। বিখ্যাত এই লাইভস্ট্রিমার ইউটিউবে জনপ্রিয় কনটেন্ট নির্মাতাদের একজন। কৌতুক করার দক্ষতার কারণে ভীষণ জনপ্রিয় ইউটিউবার পরিচিতি পেয়েছেন ‘স্পিড’ নামে। তিনি আবার পর্তুগিজ কিংবদন্তি রোনাল্ডোর পাগলভক্তও। আর এ নিয়েই মজার এক ঘটনাও ঘটেছে। ব্রাজিলের সাবেক স্ট্রাইকার রোনাল্ডো স্পিডকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের গেমিং কক্ষে। সেখানে গিয়ে তো স্পিডের চক্ষু চড়কগাছ! রোনাল্ডোকে তিনি বলেন, ‘তোমার তো পুরো গেমিং সেটআপ আছে!’ এরপর কক্ষের দেয়াল আলমারিতে তাকিয়ে দেখেন রোনাল্ডোর জেতা একটি ব্যালন ডি’অর ট্রফি। সেই ট্রফি হাতে নিয়ে স্পিড চুমু খাওয়ার সময় রোনাল্ডো বলেন, ‘ক্রিস্টিয়ানো এবং মেসির আমার চেয়ে বেশি ব্যালন ডি’আর ট্রফি আছে। আমার আছে দুটো।’ রোনাল্ডোকে, ক্রিকেটে কোহলি রোনাল্ডোর এই কথা শুনেই স্পিডের চোখমুখ যেন খুব সিরিয়াস হয়ে গেল! মুখচোখ শক্ত করে বললেন, ‘না, মেসি নয়, রোনাল্ডোর (ব্যালন ডি’অর) বেশি আছে।’ আর্জেন্টাইন (৮) এবং পর্তুগিজ কিংবদন্তি (৫) ক্যারিয়ারে কতগুলো ব্যালন ডি’অর জিতেছেন সেটি নিশ্চয়ই স্পিডের অজানা নয়। কিন্তু তিনি পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের অনেক বড় ভক্ত বোঝাতেই সম্ভবত মুখচোখ সিরিয়াস করে পাল্টা যুক্তি দিয়ে একটু কৌতুক করেছেন। রোনাল্ডো ব্যাপারটি বুঝতে পেরে তাঁর কাছে জানতে চান, ‘তুমি মেসির চেয়ে রোনাল্ডোকে বেশি পছন্দ করো?’ স্পিড উত্তরে যা বলেছেন তা শুনলে যেকোনো মেসি-ভক্তেরই হৃদয় ভাঙতে পারে, ‘আমি মেসিকে পছন্দ করি না। সে খাটো এবং ফালতু। ক্রিস্টিয়ানো তার চেয়ে ভালো।’ রোনালদো এমন কথা শুনে হো হো করে হেসে ফেলেন। পাশ থেকে একজন তাঁকে ধরিয়ে দেন, ‘সে (স্পিড) ক্রিস্টিয়ানোর ভক্ত।’ কিন্তু রোনাল্ডো কোনো পক্ষ নেননি।

জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া ফারহাদের তত্ত্বাবধানে

এম মেহেদী সানি ● বারাসাত

আপনজন: সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা অ্যাথলেটিক মিট । বুধবার বারাসত কাছারি ময়দানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও অ্যাথলেটিক মিটের চিপ প্যাট্রন এ কে এম ফরহাদের তত্ত্বাবধানে জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া কমিটির পরিচালনায় ওই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । ফারহাদ জানান, ‘৯৪ টি মাদ্রাসার প্রায় ৮০০ ছাত্র ছাত্রী প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে । ৬১ টি ইভেন্টে প্রথম স্থান অধিকারীরা আগামী ১৫-১৭ ই জানুয়ারি মালদা এবং মুর্শিদাবাদে আয়োজিত রাজ্য মাদ্রাসা অ্যাথলেটিক মিটে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে ।’ সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় । উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী নাজমুল হোসেন, তিনি বক্তব্য রাখার সময় খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন । জেলাশাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের শরীরচর্চায় উৎসাহ প্রদান করেন । প্রতিযোগিতা চলাকালীন মাঠে উপস্থিত হয়েছিলে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী ।

মৈত্রীর বার্তা দিতে সাইকেলে বাংলাদেশ থেকে কলকাতায়

সম্প্রীতি মোল্লা ● বালি

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ক্রীড়া (ক্যারাটে) প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে সাইকেল করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন তানজিনা মিতু নামে বছর চব্বিশের এক যুবতী ।বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার বাসিন্দা তানজিনা এক পলিটেকনিক কলেজে কম্পিউটার বিভাগে তৃতীয় বর্ষে পাঠরতা । পাশাপাশি সে বাংলাদেশের মিরপুর সাইক্লিস্ট এর মেম্বার।মূলত এই সংগঠনের সাহায্যে তিনি ভারতে আসার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। পশ্চিমবাংলার বালি-বেলুড়ে গত ৬ জানুয়ারি ‘দ্বিতীয় খেলো ইন্ডিয়া আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা ‘ যোগ দিতে তানজিনা এসেছিলেন। গতবছর ২৬ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে যশোর ঢুকেছেন। এরপর বেনোপল সীমান্ত অতিক্রম করেছেন গত ৩০ ডিসেম্বর। নিজ দেশে ক্যারাটেতে ব্লাকবেল্ড পাওয়া তানজিনা ভারতে সহৃদয় বন্ধু গৌতম কর্মকারের বাড়িতে এসেছেন। গৌতম সম্প্রতি বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে সবুজের বার্তা দিতে সাইকেল করে একাকী ঘুরে এসেছেন। বুধবার সকালে শিয়ালদহ ইএসআই সংলগ্ন টাকি গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে গৌতম চক্রবর্তী , কৃষ্ণা বিশ্বাস, রিয়া ঘোষদের মতো অভিভাবকদের সাথে মৈত্রীর বার্তা দিতে দেখা যায় তানজিনা কে। অনেকেই নস্টালজিয়ায় পড়ে যান দুই বাংলার এই সংস্কৃতির মেলবন্ধন কে নিয়ে ।বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১১ জানুয়ারি তানজিনা ফিরবে নিজ দেশে। তার সাথে থাকবে এপার বাংলার অফুরন্ত ভালোবাসা।

উৎসাহ ও উদ্দীপনায় শুরু বিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সন্ন্যাসী কাউরী ● পাঁশকুড়া

আপনজন: ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করল শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠে এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আই এফ এ - র রেফারি রনজিত বক্সী। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুরুতে বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেক. গোলাম মোস্তাফা। ১০০ মি. ২০০ মি. দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন , উচ্চ লম্ফন, আলু দৌড়, মোরগ লড়াই সহ বিভিন্ন ইভেন্টে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রীড়া চর্চার প্রসার ঘটাতে, ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও দৈহিক বিকাশ ঘটাতে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন। সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে এই প্রতি বছরের মতো এ বছরও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন। এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের গভীর উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বোলপুরে

কাজী আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বোলপুর বাঁধগোড়া কালী কৃষ্ণ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১৪ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই ক্রিড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনে বীরভূম জেলা মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা। ৩১ টা মাদ্রাসার এবং এমএস কে ২৩ টা ছেলেমেয়েরা এই ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ৬১ টা ইভেন্ট সারাদিন চলবে। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপলক্ষে সকালে বর্ন্যাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় এই শোভাযাত্রায় মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা সভাধিপতি ফাইজুল হক, বোলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অমর শেখ, প্রাক্তন বিধায়ক নরেশ চন্দ্র বাউরী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রদীপ উজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা হয়।

১৪তম বাঁকুড়া জেলা মাদ্রাসা গেমস্ এন্ড স্পোর্টস বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো মাদ্রাসা গেমস এ্যান্ড পোর্সমিট ২০২৪ বাঁকুড়া জেলা মাদ্রাসা গ্রেমস এন্ড স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন জাতীয় সংগীত ও মশাল জ্বালিয়ে ও শপথ বাক্য পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের মোট ১৮ টি মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে ৬০ টা ইভেন্টে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০ জনের মতো। উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা অতিরিক্ত জেলাশাসক অরিন্দম বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া ডিআই পিজুস কান্তি বেরা আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা কর্মদক্ষ জেলা পরিষদ সৈয়দ হবিবুর রহমান তিনি বলেন “মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের খেলার ব্যাবস্থা করে দেওয়ার জন্য” উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মাদ্রাসা গ্রেমস এন্ড স্পোর্টস এর বাঁকুড়া জেলার প্রতিনিধি মাওলানা মোঃ ইনসান আলি খান সাহেব তিনি বলেন “মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের সাথে সাথে মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের খেলাধুলার জগতেও উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা কে সাধুবাদ জানিয়েছেন” ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জেলার মাদ্রাসা গুলির প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাগনরা। মহকুমার বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতিতে এক আনন্দময় উৎসবে পরিনত হয় বলে জানান কর্মকর্তারা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**